POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ
وَالنَّهَارِ لَآيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ○

নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজনের মধ্যে এবং রাত্রি দিবসের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে।

(আলে ইমরান:১৯১)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5
গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 15
সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 9 এপ্রিল, 2020 15 শাবান 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর সামনে এমনভাবে নিজের নৈতিক ও চারিত্রিক পরিবর্তন তুলে ধরল যে তারা উপলব্ধি করল যে সে পূবে কিরূপ অবস্থায় ছিল আর এখন কিরূপ অবস্থা হয়েছে- এটি তার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন দেখানোরই নামান্তর

যখন কোনও ব্যক্তি ঐশী জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জামাতের সম্মান ও মর্যাদা কথা মাথায় রাখে না, এর বিরুদ্ধাচরণ করে, তখন সে আল্লাহ্‌র নিকট ধৃত হয়। কেননা সে কেবল নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করছে না, বরং অপরের জন্য এক অসৎ দৃষ্টান্ত হয়ে তাদেরকেও সৌভাগ্য এবং হিদায়তের পথ থেকে বঞ্চিত রাখে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

ব্যবসায়ী লাভের আশায় লক্ষ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে, কিন্তু নিশ্চিত লাভের বিষয়ে সে নিজেও প্রত্যয়ী থাকে না। কিন্তু খোদা তা'লার দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের (যাঁর দিকে পদবিক্ষেপ করলে সামান্যতম পরিশ্রমও বৃথা না যাওয়ার অটল ও নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি রয়েছে) মাঝে এমন উৎসাহ উদ্দীপনা দেখতে পাই না। এরা কেন বোঝে না? তারা এই ভয়ে কেন ভীত হয় না যে একদিন অবশ্যই মৃত্যু বরণ করতে হবে? তারা কি এই ব্যর্থতা দেখার পরও এই ব্যবসা সম্পর্কে চিন্তা করে না, যেখানে ক্ষতির চিহ্নমাত্রও নেই, বরং নিশ্চিত লাভ রয়েছে। কৃষক কিরূপ পরিশ্রম করে কৃষিকাজ করে, কিন্তু পরিণাম যে সুখেরই হবে, এমন কথা নিশ্চিতভাবে কে বলতে পারে?

আল্লাহ্ তা'লা কিরূপ দয়াবান আর তিনি এমন এক ধনভাণ্ডার যেখান থেকে কড়িও নেওয়া যায় আবার টাকা কিম্বা স্বর্ণমূদ্রাও। সেখানে চুরি যাওয়ার, লুণ্ঠন হওয়ার কিম্বা দেউলিয়া হওয়ার কোনও আশঙ্কা থাকে না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে যদি কোনও ব্যক্তি পথ থেকে কোনও কাঁটা অপসরণ করে, তবে এ কাজেরও প্রতিদান তাকে দেওয়া হয়ে থাকে। পানি তোলার সময় কেউ যদি নিজের ভাইয়ের বাড়িতেও এক বালতি পানি দিয়ে যায়, তবে খোদা তা'লা সে কাজের প্রতিদানও বিনষ্ট করেন না। অতএব স্মরণ রেখো, যে পথে মানুষ কখনও ব্যর্থ হতে পারে না সেটি হল একমাত্র খোদা তা'লার পথ। জগতের পথে বিপুল বাধা-বিপত্তি রয়েছে যা মানুষকে প্রতি পদে হোঁচট খেতে বাধ্য করে। যে সব মানুষ রাজত্ব পর্যন্ত ত্যাগ করেছে, আর যাইহোক তারা নির্বোধ তো ছিল না। ইব্রাহিম আদহাম, শাহ শুজা এবং শাহ্ আব্দুল আযীযের মত ব্যক্তি, যাঁকে মুজাদ্দিদও বলা হয়ে থাকে, এঁরা সকলে নিজেদের জাগতিক রাজত্ব এবং শাসনক্ষমতা ত্যাগ করেছিলেন। এর একমাত্র কারণ হল, প্রতি পদে বাধাবিপত্তি রয়েছে। খোদা হলেন একটি মুক্তোসদৃশ, যার সঙ্গে পরিচয় ঘটার পর মানুষ জাগতিক বস্তুকে এমন অনীহা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে যেন সেগুলিকে দেখার জন্যও তাদের নিজেদের উপর জোর-জবরদস্তি করতে হয়। অতএব খোদা তা'লার অন্তর্দৃষ্টি যাচনা কর এবং তাঁর প্রতিই পদচারণা কর, কেননা সফলতা এরই মাঝে নিহিত।

যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর সামনে এমনভাবে নিজের নৈতিক ও চারিত্রিক পরিবর্তন তুলে ধরল যে তারা উপলব্ধি করল যে সে পূর্বে কিরূপ অবস্থায় ছিল আর এখন কিরূপ অবস্থা হয়েছে- এটি তার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন দেখানোরই নামান্তর। প্রতিবেশীর উপর এর সুগভীর এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। আমাদের জামাতের উপর আপত্তি করে বলে, 'জানিনা কি উন্নতি করেছে'? আর আমাদের উপর এই অপবাদ আরোপ করে যে আমার জামাতের অনুসারীরা মিথ্যাচারে লিপ্ত এবং এরা ক্রোধ সংবরণ করতে অপারগ। এমন ব্যক্তিবর্গ কি লজ্জিত নয় যে অন্যেরা এই জামাতকে উৎকৃষ্ট মনে করে দলে দলে এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল? একজন অনুগত পুত্র পিতার সম্মানের কারণ হয়। অনুরূপভাবে বয়আতকারী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মনোনীত ব্যক্তির পুত্রের মর্যাদা রাখে। এই কারণেই মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীগণকে মোমেনদের মা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ভিন্ন বাক্যে মহানবী (সা.) হলেন মুসলিম উম্মতের সর্বজনীন পিতা। আক্ষরিক পিতা পৃথিবীতে মানুষের জন্মদাতা হয়ে থাকে এবং বাহ্যিক জীবনের কারণ হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক পিতা মানুষকে স্বর্গলোকের দিকে নিয়ে যায় এবং সেই কেন্দ্রবিন্দুর দিকে ফিরিয়ে আনে যেখান থেকে তার উৎপত্তি।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১২৬, কাদিয়ান থেকে মুদ্রিত)

জরুরী ঘোষণা

যে সমস্ত সদস্য হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)কে পত্র লেখেন তাদের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে-

তাদের সমস্ত চিঠি যথারীতি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নিকট উপস্থাপিত হচ্ছে। তথাপি কোরোনা ভাইরাস উদ্ভুত পরিস্থিতির কারণে চিঠির উত্তরদাতাদের সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে। এই কারণে প্রত্যেক ব্যক্তিকে উত্তর পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। হুযুর আনোয়ার (আই.) আপনাদের পত্র পাঠ করার পর আপনাদের জন্য দোয়া করছেন। আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন। এই অতিমারি এবং অন্যান্য বিপদাপদ থেকে সকলকে রক্ষা করুন। সকলকে নিজ নিরাপত্তা ও শান্তির বেষ্টনীতে স্থান দিন এবং সকলের প্রতি তাঁর কৃপা দৃষ্টি থাকুক। (মুনীর আহমদ জাভেদ, প্রাইভেট সেক্রেটারী)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)

মূল (উর্দু) : ফরিদ আহমদ নবীদ অনুবাদ: মোরতোজা আলি (বড়িশা)

(দ্বিতীয় পর্ব)

এই লক্ষণাবলী পূর্ণ হওয়াতে আমি মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত ছিলাম এবং আমার মনে হচ্ছিল আমার গন্তব্যস্থান অতি নিকটবর্তী। আর একটি মাত্র শেষ লক্ষণ যা আমাকে আমার গুরু বলে দিয়েছিলেন, সেটা বাকী ছিল। আর যদি সেই লক্ষণটি দেখতে পাই, তাহলে সারা দুনিয়ার আনন্দ আমি পেয়ে যাব এবং এই লক্ষণটি তাঁর কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে বিদ্যমান ছিল।

হযরত রসূল করীম (সাঃ) এর মদীনাতে আগমনের মাত্র কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত কুলসুম বিন আল-হাদামুল আনসারীর মৃত্যু হল। তার 'জানাযায়' ও শেষকৃত্যে আল্লাহর রসুল (সাঃ) স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং ঐ সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজ সাথি সঙ্গিদের সাথে 'জান্নাতুল বাকী' তে উপস্থিত ছিলেন। আমিও সেখানে গিয়ে পৌঁছিলাম এবং হজুর (সাঃ) এর নিকটে পৌঁছে তাঁর (সাঃ) শরীরে আবৃত চাদরের মধ্য থেকে সেই তৃতীয় চিহ্নটি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করতে লাগলাম। অতঃপর এক মুহূর্তের জন্য গায়ের চাদর সরে গেলে তার (সাঃ) কোমরে বিদ্যমান সেই লক্ষণটি দেখে নিলাম যার সন্ধানে আমি ছিলাম। আমার চক্ষু হতে অশ্রুধারা বইতে লাগল। আমি হুযুর আকরম (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বাঁধনহীন চিত্তে ক্রন্দন ও চুম্বন করতে লাগলাম। হুযুর (সাঃ) যখন এই অবস্থা দেখলেন তখন আমাকে তিনি (সাঃ) তাঁর সম্মুখে বসালেন এবং আমার এই অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। যখন আমি আমার বেদনাদায়ক কাহিনী শোনাতে আরম্ভ করলাম, তখন হুযুর আকরম (সাঃ) অন্যান্য সাহাবাগণকেও এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে বললেন যে, নীরবতা সহকারে তোমরা এই ঘটনাবলীকে শ্রবণ কর। সুতরাং আমি সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করলাম এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর হাতে 'বয়াত' করে মুসলমান হয়ে গেলাম। এখন তো আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা এই ছিল যে কোনো প্রকারে আমি আমার ইহুদি মনিবের নিকট থেকে মুক্তি-লাভ করব এবং নিজেকে হুজুরের 'গোলামী' (দাসত্বে) তে প্রকাশ্যে সমর্পণ করব। কিন্তু এই মনস্কামনা পূর্ণ হতে দীর্ঘ সময় লেগে গেল, কেননা আমার ইহুদি মনিব আমাকে মুক্ত করতে প্রস্তুত ছিল না এবং এই কারণে 'বদর' ও 'ওহোদ' এর যুদ্ধেও আমি অংশগ্রহণ করতে পারিনি। অতঃপর রসুল করীম (সাঃ) আমাকে আমার মনিবের নিকট হতে মুক্তি লাভের জন্য চুক্তিপত্র সম্পাদন করার পরামর্শ দিলেন। যার অর্থ এই যে, ক্রীতদাস তার মনিবকে কিছু অর্থ দিয়ে অথবা কোন বড় কাজ সম্পন্ন করে দিয়ে মুক্ত হতে পারে। অতএব আমি আমার মনিবকে চুক্তিপত্রের প্রস্তাব দিলাম। পরিশেষে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর তিনি রাজি হলেন এবং এই শর্ত আরোপ করলেন যে, আমি আমার মালিকের তিনশত খেজুর গাছের চারা রোপন করে দিব এবং বাগানে এই খেজুর চারা গুলি রোপন করে দিলে আমি মুক্তিলাভ করব।

আমার প্রাণ উৎসর্গ হোক আমার মালিক হযরত মহম্মদ মোস্তাফা (সাঃ) এর উপর। তিনি যখন এই শর্ত শুনলেন তখন সমস্ত সাহাবাগণকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা এই ভাইয়ের মুক্তির জন্য তাকে সাহায্য কর। অতএব সমস্ত সাহাবাগণ নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী খেজুর চারা সরবরাহ করলেন। আমরা সবাই মিলে গর্ত খুঁড়লাম এবং যখন তিনশত গর্ত খোঁড়া হল, তখন আমরা হুজুর (সাঃ) এর নিকট সংবাদ পাঠালাম। তিনি (সাঃ) স্বয়ং উপস্থিত হলেন। সাহাবারা একটা একটা করে চারা গাছ মহানবী (সাঃ) এর হাতে ধরিয়ে দিলেন এবং হুজুর (সাঃ) নিজের পবিত্র হাত দিয়ে সেই চারাগুলিকে গর্তে রাখতে লাগলেন। এই রূপে সমস্ত চারাগাছ গুলি তিনি (সাঃ) নিজ হাতে রোপন করলেন আমি শপথ করে বলছি, এই সমস্ত চারাগাছ বড় হয়ে গেল এবং এর মধ্যে থেকে একটি চারাও নষ্ট হয়নি।

এই প্রকারে আমি নিজ ইহুদী মালিকের দাসত্ব থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হলাম। আর নিজ মালিক ও প্রভু হযরত মহম্মদ মোস্তাফা (সাঃ) এর পরিপূর্ণ দাসত্বে এসে গেলাম এবং অবশেষে সেই গন্তব্যস্থান এসে গেল যার স্বপ্ন আমি যুবক বয়সে দেখেছিলাম। আজ আমার সমস্ত যাত্রা অতি সংক্ষিপ্ত মনে হচ্ছিল। পথের সমস্ত বাধা-বিপত্তি ও দুঃখ-কষ্ট যেন ধোঁয়ার মত উড়ে গিয়েছিল। আমি আজ কৃতকার্য্য লাভ করেছি। আমার খোদা আমার প্রকৃত আবেগ-প্রবনতার যথোচিত মূল্যায়ণ করে আমাকে আমার প্রিয় নবীর পদতলে পৌঁছে দিয়েছেন। যদিও কখনও কখনও এক মুহূর্তের জন্য নিজ বাড়ীর লোকদের জন্য অভাব অনুভব হত এবং মনে মনে ভাবতাম আমার কোন ঘর-বাড়ী, প্রিয়জন বা আত্মীয়-স্বজন নেই। কিন্তু এই চিন্তা-ভাবনা এই সময় চিরতরে শেষ হয়ে গেল। প্রথমতঃ যখন হুজুর (সাঃ) আমাকে আবুল দরদা আনসারী (রাঃ) এর সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দ্বীনী (ধর্ম্মীয়) ভাই বানিয়ে দিলেন এবং পরে খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে হুজুর (সাঃ) এই দুর্বল গোলামের সম্বন্ধে এই নির্দেশ দিয়ে বললেন, **"সালমানো মিন্না আহ্লাল বায়েত"** অর্থাৎ সালমান (রাঃ) আমাদের, এই জন্য তাকে আমাদের 'আহ্লে বায়েত' (রসুলুল্লাহর পরিবারস্থ লোকজন) অন্তর্ভূক্ত করা হোক। নিজের একজন দূর্বল গোলামের প্রতি এইরূপ উদারতা ও ভালোবাসা হুজুর আকরম (সাঃ) এর পরিবারের মধ্যে অন্তর্ভুক্তির সৌভাগ্য লাভ নিঃসন্দেহে এমন ছিল যে, এতে আমার শত-সহস্র ভালোবাসা, আত্মীয়তা ও ত্যাগ অনেক ছোট মনে হচ্ছিল এবং আমি আল্লাহতা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে থাকলাম।

এখন আমার জীবন এক নতুন পথে চলতে লাগল। আমার সবচেয়ে বেশী মনস্কামনা এই ছিল যে, বেশিরভাগ সময় রসুল করীম (সাঃ) এর সান্নিধ্যে অতিবাহিত করি। অতএব আমি কিছু বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মসজিদ নববী সংলগ্ন একটি চত্বরের উপর উপস্থিত থাকতাম যেখানে সর্বদা ধর্মীয় কথাবার্ত্তা হত এবং যখন হুজুর (সাঃ) আগমন করতেন তখন আমরাও তাঁর (সাঃ) এর সেবায় নিয়োজিত হয়ে যেতাম। আরবী ভাষায় চত্বরকে 'সুফফা' বলে, এইজন্য লোকেরা আমাদের নাম 'আসহাবে সুফফা' রেখে দিয়েছিল। এটা আমার জীবনের মূল্যবান সময় ছিল, কেননা একদিকে আমার প্রিয় নবীর নৈকট্য ও ভালোবাসা ছিল, অপর দিকে সকল প্রকার দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তিও শুধু ধর্ম্মের জন্য সময় কাটানোর সুযোগ পাচ্ছিলাম। কিন্তু আগামী দিনে অনেক দায়িত্ব ও কাজ আমাদের উপর ন্যস্ত হওয়ার ছিল। আর এই সবের সূচনা ৫ম হিজরির শওয়ালে আহ্যাব বা খন্দকের যুদ্ধ থেকে শুরু হয়েছিল। যেখানে আল্লাহতা'লার অশেষ কৃপায় আমি প্রচুর কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি।

হুজুর আকরম (সাঃ) এই সংবাদ পেলেন যে, মক্কার কাফেররা অনেক গোত্রকে নিজেদের সাথে একত্রিত করে একটি বড় সৈন্যদল গঠন করে মদীনার উপর আক্রমণ করতে উদ্যোগী হয়েছে। প্রায় ২৪০০০ (চব্বিশ হাজার) সৈন্য সম্বলিত এই সৈন্যদলের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এইবার মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলীন করে দেওয়া হবে। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি ছিল, এইজন্য হুজুর আকরম (সাঃ) আল্লাহতা'লার নির্দেশে "শাওয়েরহুম্ ফিল্ আমর্" এর বিবেচনায় সমস্ত সাহাবাগণকে পরামর্শ করার জন্য একত্রিত করলেন এবং পরামর্শ চাইলেন। আমি মদীনা শহরের ভৌগলিক অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলাম। এবং এটাও জানতাম যে, এতবড় সৈন্যদলের মুখোমুখি সংঘর্ষের পরিবর্তে তাকে অন্য কোনভাবে প্রতিহত করা যথোপযুক্ত হবে। অতএব আমি ইরানীয় যুদ্ধের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী হুজুর আকরম (সাঃ) এর সমীপে এই প্রস্তাব উত্থাপন করলাম যে, যদি মদীনার উত্তর প্রান্তে একটি প্রশস্ত পরিখা খনন করা হয়, তাহলে শহরকে রক্ষা করা যেতে পারে, কেননা উত্তর দিকটা একমাত্র এমন ছিল যেদিক দিয়ে কোন বড় সৈন্যদল আক্রমণ হানতে পারত, কিন্তু মদীনার অন্যান্য প্রান্ত থেকে ভৌগলিক কারণে আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না। হুজুর (সাঃ) এই পরিকল্পনার সবদিক বিবেচনা করে এটা গ্রহণ করতে সম্মত হলেন এবং পরিখা খননের নির্দেশ দিয়ে এই কাজ সাহাবাদের বিভিন্ন দলকে ন্যস্ত করলেন এবং নিজ তত্বাবধানে জায়গা চিহ্নিত করে কাজের সূচনা করালেন।

প্রচণ্ড শীত ছিল। কিন্তু সাহাবারা নিজেদের প্রিয় নবী (সাঃ) এর নির্দেশ সম্পাদন করতে দিন রাত এক করে এই কাজে নিয়োজিত হয়ে গেলেন। আর এই সব দেখে তাদের উৎসাহ আরো বৃদ্ধি পেতে লাগল। প্রিয় মালিকও প্রতি মুহূর্ত তাদের সাথে এইসব কাজে যুক্ত ছিলেন এবং তত্বাবধান করার সাথে সাথে স্বয়ং নিজ হাতে কাজ করছিলেন। এইরূপে অবিরত ছয় দিন রাত কাজ করে এই পরিখা সম্পূর্ণ হল। আর যখন কাফেদের বিশাল সৈন্যবাহিনি মদীনাকে ধ্বংস করার স্বপ্ন দেখছিল তারা এখানে পৌঁছে বিস্ফারিত চোখে বিস্মিত হয়ে রইল। এত বিশাল লম্বাও চওড়া পরিখা অতিক্রম করা তাদের সাধ্যের বাহিরে ছিল, তাই বাধ্য হয়ে সেখানেই পরিখার নিকট অস্থায়ী শিবির স্থাপন করল এবং ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করতে লাগল। হুজুর আকরম (সাঃ) ও তিন হাজার সাহাবাদের সঙ্গে নিয়ে এদিকে শিবির স্থাপন করলেন এবং কাফেরদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করতে থাকলেন।

মক্কার কাফেররা মদীনা অবরোধ করে এমন জায়গার অনুসন্ধান আরম্ভ করল যেখান থেকে মদীনা আক্রমণ সম্ভব হয় এবং সাথে সাথে রাজনৈতিক কৌশল ব্যবহার করে মদীনা সংলগ্ন ইহুদি গোত্র বনু কোরাইজাকে ও একসঙ্গে করে নিল অথচ রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সঙ্গে এই সব গোত্রের যুদ্ধ না করার

এরপর শেষ পৃষ্ঠায়....

জুমআর খুতবা

ওহদের যুদ্ধের ধ্বজবাহক মুসআব বিন উমায়ের (রা.) (ইসলামী) পতাকা রক্ষায় যথাযথভাবে নিজের কর্তব্য পালন করেছেন।

হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) মক্কার বাইরে প্রথম ইসলামী মুবাল্লিগ (প্রচারক) ছিলেন।

আকাবার প্রথম বয়আতের সময় মদীনা থেকে আগত বারো জন ব্যক্তি আঁ হযরত (সা.)-এর হাতে এ বিষয়ের অঙ্গীকার করেন যে তারা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো উপাসনা করবে না, চুরি করবে না, ব্যাভিচার করবে না, নিজেদের কন্যাসন্তানদের হত্যা করবে না, একে অপরের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে না এবং খোদার নবী অন্যান্য নির্দেশাবলী ও শিক্ষাবলীর অবাধ্য হবে না।

ওহদের যুদ্ধের সময় ইসলামের পতাকার বাহক হিসেবেই শাহাদত লাভ করার সৌভাগ্য অর্জনকারী বদরী সাহাবী হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

বিশ্বব্যাপি করোনাভাইরাস সংক্রমণ সম্পর্কে সতর্কতাবিধি, উপদেশাবলী এবং দোয়ার আহ্বান।

নির্মমভাবে শহীদ হওয়া স্নেহের তানযীর আহমদ বাট (ওয়াকফে নও) ইবনে আকীল আহমদ বাট (লাহোর), রাওলপিন্ডি জামাতের সাবেক আমীর ব্রিগেডিয়ার বশীর আহমদ এবং ডক্টর হামীদুদ্দীন (ফয়সালাবাদ)-এর মৃত্যুসংবাদ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, মডার্ন,(ইউকে) থেকে প্রদত্ত ৬ই মার্চ, ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (৬ আমান, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:গত খুতবায় হযরত মুসআব বিন উমায়ের এর স্মৃতিচারণ হয়েছিল, যার কিছু অংশ বাকি রয়ে যায়, যা আজ আমি বর্ণনা করব। হযরত মুসআব বিন উমায়ের সম্পর্কে অর্থাৎ তাকে যে মদিনায় মুবাল্লেগ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিলেন সে সম্পর্কে এবং তাঁর অবদান সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে বারংবার এই সংবাদ দেওয়া হচ্ছিল যে, তোমার হিজরতের সময় ঘনিয়ে আসছে। এছাড়া তাঁর (সা.) কাছে এটিও প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁর হিজরতের স্থান হলো এমন একটি শহর যেখানে কূপও রয়েছে আর খেজুরের বাগানও বিদ্যমান। প্রথমে তিনি (সা.) ইয়ামামা সম্পর্কে ধারণা করেন যে, হয়ত সেটি হিজরতের স্থান হবে। কিন্তু শিঘ্রই তাঁর (সা.) হৃদয় থেকে এই ধারণা বের করে দেওয়া হয় আর তিনি (সা.) এই অপেক্ষায় থাকেন যে, খোদা তা'লার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যে শহরই নির্ধারিত রয়েছে, তা নিজেকে ইসলামের নিরাপদ দুর্গ বানানোর জন্য উপস্থাপন করবে। ইতোমধ্যে হজ্জের মরসুম চলে আসে। আরবের চতুর্দিক থেকে মানুষ মক্কায় হজ্জের জন্য সমবেত হতে আরম্ভ করে। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজ রীতি অনুযায়ী যেখানেই কতিপয় ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতেন, তাদের কাছে গিয়ে তৌহীদের বাণী শোনানো আরম্ভ করতেন এবং ঐশী রাজত্বের সুসংবাদ প্রদান করতেন,অন্যায় ও পাপাচার এবং নৈরাজ্য ও দৃষ্কৃতি পরিহার করার উপদেশ দিতেন। কেউ কেউ তাঁর কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে পৃথক হয়ে যেত। কেউ কেউ কথা শুনতে থাকলে মক্কার লোকেরা এসে তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিত। আর এমন কতক যারা পূর্বেই মক্কার লোকদের কথা শুনে রেখেছে, তারা ঠাট্টা করে তাঁর (সা.) কাছ থেকে সরে পড়ত। তিনি (সা.) মিনা উপত্যকায় ঘুরছিলেন, এমতাবস্থায় সময় ছয়-সাত জন মদিনাবাসীর উপর তাঁর (সা.) দৃষ্টি পড়ে। তিনি (সা.) তাদেরকে বলেন, আপনারা কোন্ গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখেন। তারা উত্তরে বলে, খাযরাজ গোত্রের সাথে। তিনি (সা.) বলেন, সেই গোত্র যারা ইহুদীদের মিত্র? তারা বলে, হ্যাঁ। তিনি (সা.) বলেন, আপনারা কি কিছুক্ষণ বসে আমার কথা শুনবেন? তারা যেহেতু তাঁর (সা.) কথা পূর্বেই শুনেছিল, আর তাদের হৃদয়ে তাঁর দাবির বিষয়ে কিছুটা আগ্রহ ও ঔৎসুক্য ছিল, তাই তারা তাঁর কথায় সম্মত হয় এবং তাঁর কাছে বসে তাঁর কথা শুনতে আরম্ভ করে। তিনি (সা.) তাদেরকে বলেন, ঐশী রাজত্ব সন্নিকটবর্তী। এখন মূর্তি বা প্রতিমা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। তৌহীদকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। পুণ্য এবং তাকওয়া পুনরায় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে। মদিনার লোকেরা এই মহান নিয়ামতকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছে কি? তারা তাঁর (সা.) কথা শুনে প্রভাবিত হয় এবং বলে, আপনার শিক্ষাকে আমরা গ্রহণ করছি। বাকি রইল এই কথা যে, মদিনাবাসী ইসলামকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে কিনা? এর জন্য আমরা স্বদেশে ফিরে গিয়ে নিজ জাতির সাথে কথা বলব এবং পরের বছর নিজ জাতির সিদ্ধান্ত আপনাকে অবহিত করব। তারা ফিরে যায় এবং নিজেদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে তাঁর (সা.) শিক্ষার উল্লেখ করতে আরম্ভ করে। তখন মদিনায় দুটি আরব গোত্র অওস ও খাযরাজ, আর তিনটি ইহুদী গোত্র অর্থাৎ বনু কুরায়যা ও বনু নযীর এবং বনু কায়নুকা বসবাস করত। অওস এবং খাযরাজ ছিল পরস্পর বিবাদমান। বনু কুরায়যা এবং বনু নযীর অওসের সাথে আর বনু কায়নুকা খাযরাজের সাথে মিত্রতা রাখতো। দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের পর তাদের মাঝে এই চেতনাবোধ জাগ্রত হচ্ছিল যে, আমাদের পরস্পর সন্ধি করে নেওয়া উচিত। অবশেষে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে এটি নির্ধারিত হয় যে, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল, যে খাযরাজ গোত্রের নেতা ছিল, তাকে পুরো মদিনা নিজেদের বাদশাহ্ হিসেবে মেনে নিবে। ইহুদিদের সাথে সম্পর্কের সুবাদে অওস এবং খাযরাজ গোত্রের লোকেরা বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ শুনতো। ইহুদিরা যখন নিজেদের বিপদ এবং কষ্টের অবস্থা বর্ণনা করত এর শেষে এটিও বলতো যে, মূসা'র মসীল বা সদৃশ হবেন এমন একজন নবী আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন। তাঁর আসার সময় সন্নিকটে। যখন তিনি আসবেন, আমরা পুনরায় পৃথিবীতে বিজয়ী হব। ইহুদিদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেওয়া হবে। সেই হাজীদের কাছে মদিনাবাসীরা যখন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ(সা.)-এর দাবির কথা শুনে আর তাঁর (সা.) সত্যতা তাদের হৃদয়ে ঘর করে নেয়; তারা বলে, তাঁকে তো সেই নবীই মনে হচ্ছে যার সংবাদ ইহুদিরা আমাদেরকে দিত। অতএব বহু যুবক এ কথা শুনে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শিক্ষার সত্যতায় প্রভাবিত হয় আর ইহুদিদের কাছ থেকে শোনা ভবিষ্যদ্বাণীগুলো তাদের ঈমান আনয়নে সহায়ক হয়। অতএব পরের বছর হজ্জের সময় পুনরায়

মদিনার লোকেরা আগমন করে। এবার বারোজন ব্যক্তি মদিনা থেকে এই সংকল্প নিয়ে বের হয় যে, তারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ধর্মে প্রবেশ করবে। তাদের মাঝে দশজন ছিল খাযরাজ গোত্রের আর দুইজন অওস গোত্রের। তারা মিনা'য় তাঁর (সা.) সাথে সাক্ষাৎ করে আর তারা তাঁর (সা.) হাতে এই কথার অঙ্গীকার করে যে, তারা খোদা ব্যতিরেকে অন্য কারো ইবাদত করবে না, চুরি করবে না, পাপাচরিতায় লিপ্ত হবে না, নিজেদের কন্যা-সন্তানদের হত্যা করবে না, পরস্পরের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে না আর খোদার নবীর অন্যান্য পুণ্য শিক্ষায় তাঁর অবাধ্য হবে না।

তারা ফিরে গিয়ে স্বজাতির মাঝে আরো জোরালো ভাবে তবলীগ করা আরম্ভ করে। মদিনার বাড়িঘর থেকে প্রতিমাগুলো বের করে বাহিরে নিক্ষেপ করা আরম্ভ হয়ে যায়। প্রতিমার সামনে যারা নতজানু হত তারা এখন মাথা উঁচু করে চলাফেরা করতে আরম্ভ করে। এখন খোদা ব্যতিরেকে আর কারো সামনে মানুষের নতশির হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না। ইহুদিরা হতবাক ছিল যে, শতশত বছরের বন্ধুত্ব এবং শতশত বছরের তবলীগের মাধ্যমে যে পরিবর্তন তারা সৃষ্টি করতে ব্যার্থ হয়েছে, ইসলাম ধর্ম মাত্র কয়েক দিনে সেই পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে। তওহীদের বাণী মদিনাবাসীদের হৃদয়ে ঘর করে নিচ্ছিল। একের পর এক মানুষ আসতো আর মুসলমানদের বলতো, আমাদেরকে নিজেদের ধর্ম শিক্ষা দাও। কিন্তু মদিনার নবাগত মুসলিমরা নিজেরাও ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিল না আর শত-শত বরং হাজার-হাজার মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত বলার মত জনবলও তাদের কাছে ছিল না। তাই তারা মক্কায় এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করে এবং মুবাল্লিগ পাঠানোর আবেদন করে। তখন মহানবী (সা.) মুসআব নামের একজন সাহাবীকে, যিনি ইথিওপিয়ার হিজরত থেকে ফিরে এসেছিলেন, মদিনায় ইসলামের তবলীগের জন্য প্রেরণ করেন। মুসআব (রা.) মক্কার বাহিরে প্রথম ইসলামী মুবাল্লিগ ছিলেন।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২৪৬)

অপর এক স্থানে এই বিষয়েরই উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মদিনাবাসীরা ইসলামের সংবাদ লাভ করে আর এক হজ্জের সময় মদিনার কিছু লোক মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাঁর সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে। তারা ফিরে গিয়ে স্বজাতির কাছে উল্লেখ করে যে, যে রসূলের আগমনের কথা মদিনায় বসবাসকারী ইহুদিরা উল্লেখ করত, তিনি মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেছেন। এতে তাদের হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় আর তারা পরবর্তী হজ্জে একটি প্রতিনিধিদল গঠন করে তাঁর কাছে প্রেরণ করে। এই প্রতিনিধিদল তাঁর সাথে মতবিনিময়ের পর তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং তাঁর হাতে বয়আত করে। তখন যেহেতু মক্কায় তাঁর (সা.) প্রচণ্ড বিরোধিতা হচ্ছিল তাই এক উপত্যকায় মক্কাবাসীদের দৃষ্টির আড়ালে এই সাক্ষাৎ হয় আর সেখানেই বয়আতও করা হয়। এ কারণে এটিকে আকাবার বয়আত বলা হয়। আকাবার অর্থ হলো দুর্গম গিরিপথ। অতএব মহানবী (সা.) তাদেরকে মদিনার মু'মিনদের সংগঠনের জন্য কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন আর ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দেন এবং তাদেরকে সহায়তা দেওয়ার জন্য নিজের একজন যুবক সাহাবী মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-কে প্রেরণ করেন, যেন তিনি সেখানকার মুসলমানদের ধর্ম শেখান। তারা (অর্থাৎ, মদিনা থেকে আগতরা) ফেরার প্রাককালে মহানবী (সা.)-কে এই নিমন্ত্রণও দিয়ে যান যে, যদি মক্কা ত্যাগ করতে হয় তাহলে আপনি মদিনায় চলে আসুন। তাদের ফিরে যাবার অল্প সময়ের মাঝেই মদিনাবাসীদের মাঝে ইসলাম প্রসার লাভ করে এবং মহানবী (সা.) আরো কয়েকজন সাহাবীকে মদিনায় প্রেরণ করেন যাদের মাঝে হযরত উমর (রা.)ও ছিলেন। এরপর হিজরতের নির্দেশ পাওয়ার পর তিনি (সা.) নিজেও সেখানে চলে যান। আর তাঁর যাবার পর স্বল্প সময়ের মধ্যেই সেই সমস্ত মদিনাবাসী যারা মুশরিক ছিল মুসলমান হয়ে যায়।

(তফসীরে কবীর, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৭১)

মদিনায় হিজরতের পর মহানবী (সা.) হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) এবং হযরত আবু আইউব আনসারী (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন রচনা করেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৮)

হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) বদর ও উহুদের যুদ্ধে যোগদান করেন। বদর ও উহুদের যুদ্ধে মুহাজিরদের পতাকা হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র কাছে ছিল, বদরের যুদ্ধে মুহাজিরদের মূল পতাকা হযর মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র কাছে ছিল যা মহানবী (সা.) তাকে দিয়েছিলেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৮)

এছাড়া আরেকটি রেওয়ায়েত কিছুটা এরূপ, যা হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্নবীঈন পুস্তকে লিখেছেন যে, উহুদের যুদ্ধেও মুহাজিরদের পতাকা হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র হাতে ছিল।

মহানবী (সা.) ইসলামী সৈন্যবাহীনিকে সারিবদ্ধ করেন এবং বিভিন্ন দলের জন্য পৃথক পৃথ ক আমীর নিযুক্ত করেন। তখন তাঁকে এই সংবাদ দেওয়া হয় যে, কুরাইশ বাহীনির পতাকা তালহার হাতে রয়েছে। তালহা সেই বংশের সাথে সম্পর্ক রাখতো যা কুরাইশের পূর্বসূরি কুসাই বিন কেলাব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনার অধীনে বিভিন্ন যুদ্ধে কুরাইশদের পতাকা বহনের অধিকার রাখত। এটি অবগত হবার পর মহানবী (সা.) বলেন, আমরা জাতিগত বিশ্বস্ততা প্রদর্শনের বেশি অধিকার রাখি, অতএব তিনি হযরত আলী (রা.)'র কাছ থেকে মুহাজেরদের পতাকা নিয়ে মুসআব বিন উমায়েরের হাতে তুলে দেন, যিনি সেই বংশেরই এক সদস্য ছিলেন যার সাথে তালহা সম্পর্ক রাখতো।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৪৮৮)

হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে লড়ছিলেন আর যুদ্ধ করতে করতে তিনি শাহাদত বরণ করেন। ইবনে ক্বামেয়াহ্ তাকে শহীদ করেছিল।

(আসসীরাতুন্নাবুয়ত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৩৮৩)

ইতিহাসে লেখা আছে যে, উহুদের যুদ্ধের পতাকাবাহী হযরত মুসআব বিন উমায়ের পতাকার সুরক্ষার দায়িত্ব যথার্থরূপে পালন করেছেন। উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত মুসআব (রা.) পতাকা বহন করছিলেন এমতাবস্থায় অশ্বারোহী ইবনে ক্বামেয়াহ্ আক্রমন হেনে হযরত মুসআব (রা.) যে হাতে পতাকা বহন করছিলেন সে বাহু অর্থাৎ ডান বাহুতে তরবারির আঘাত করে তা কেটে ফেলে। তখন হযরত মুসআব (রা.) এই আয়াত পড়তে আরম্ভ করেন যে, **'ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূলুন ক্বাদ খালাত মিন কাবলিহির রসূল'** (সূরা আলে ইমরান: ১৪৫) এবং পতাকা বাম হাতে তুলে নেন। ইবনে ক্বামেয়াহ্ তখন বাম হাতের ওপর আঘাত করে তা-ও কেটে ফেলে।তখন তিনি উভয় বাহু দ্বারা ইসলামী পতাকাকে নিজের বক্ষে আঁকড়ে ধরেন। এরপর ইবনে ক্বামেয়াহ্ তৃতীয়বার বর্শার আক্রমণ হানে আর (তা) হযরত মুসআব (রা.)'র বক্ষে বিদ্ধ করে, বর্শা ভেঙে যায় (এবং) হযরত মুসআব (রা.) পড়ে যান। তখন বনু আব্দুদ্ দ্বার এর দু'ব্যক্তি সু য়ায়বাত বিন সা'দ বিন হারমালাহ্ এবং আবু রূম বিন উমায়ের এগিয়ে আসেন আর আবু রূম বিন উমায়ের পতাকা তু লে নেন আর তা মুসলমানদের মদিনায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তার কাছেই ছিল।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৯)

শাহাদতের সময় হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র বয়স ছিল চল্লিশ বছর অথবা ততোধিক।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৭৬)

এ ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন- কুরাইশ বাহিনী প্রায় চারদিক থেকেই ঘিরে রেখেছিল এবং একের পর এক আক্রমণ করে ক্ষণে ক্ষণে মুসলমানদের উপর চাপ বৃদ্ধি করছিল। এ বাস্তবতার মুখেও মুসলমানরা হয়ত কিছুক্ষণ পরই আবার নিজেদেরকে সামলে নিত কিন্তু তখন যে সর্বনাশ হয় তা হলো, কুরায়েশদের এক বীর সৈনিক আব্দুল্লাহ বিন ক্বামেয়াহ্ মুসলমানদের পতাকাবাহী হযরত মুসআব বিন উমায়েরের ওপর আক্রমণ করে এবং নিজ তরবারির আঘাতে তার ডান হাত কেটে ফেলে। হযরত মুসআব তৎক্ষণাৎ অপর হাতে পতাকা তুলে নেন এবং ইবনে ক্বামেয়াহ্ সাথে লড়াই করার জন্য সামনে এগিয়ে যান, কিন্তু সে অপর এক আঘাতে তার দ্বিতীয় হাতও কেটে ফেলে। এতে হযরত মুসআব (রা.) তাঁর কর্তিত উভয় হাত একাকার করে ইসলামের পতনোন্মুখ পতাকা ধরে রাখার চেষ্টা করেন এবং তা নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেন। এরপর ইবনে ক্বামেয়াহ্ তাঁর

ওপর তৃতীয় আঘাত হানলে হযরত মুসআব (রা.) শহীদ হয়ে পড়ে যান। পতাকা যদিও অন্য একজন মুসলমান তৎক্ষণাৎ সামনে এগিয়ে এসে হাতে তুলে নিয়েছিলেন কিন্তু হযরত মুসআব (রা.)-এর গড়ন-গঠন যেহেতু অনেকটা মহানবী (সা.)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল তাই ইবনে ক্বামেয়াহ্ ভাবলো যে, সে মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করেছে। অথবা এটিও হতে পারে যে, শুধুমাত্র দুষ্কৃতি ও প্রতারণামূলক উদ্দেশ্যে সে এ কথা ছড়িয়েছে। যাহোক, হযরত মুসআব (রা.) শহীদ হয়ে পড়ে যাওয়ার পর সে চিৎকার করে বলতে লাগলো, আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করেছি। এ সংবাদ শুনে মুসলমানদের অবশিষ্ট উদ্যমটুকু হারিয়ে যেতে থাকে এবং মুসলিম বাহিনী পুরোপুরি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৪৯৩)

আর উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের হতোদ্দম হওয়ার এটিও একটি বড় কারণ ছিল। কিন্তু যাহোক, পরবর্তীতে তারা আবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন হযরত মুসআব (রা.)-এর লাশের কাছে পৌঁছেন তখন তার লাশ উপুড় হয়ে পড়ে ছিল। মহানবী (সা.) তার পাশে দাঁড়িয়ে এই আয়াত তিলাওয়াত

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا (الاحزاب:24)

(সূরা আহযাব: ২৪)

অর্থাৎ, মু'মিন দের মাঝে এমন সুপুরুষও আছে, যারা আল্লাহর সাথে যে বিষয়ে অঙ্গীকার করেছিল, তা পূর্ণ করে দেখিয়েছে অতএব তাদের মাঝে এমনও আছে যারা নিজেদের সংকল্প পূর্ণ করেছে আর তাদের মাঝে এমনও আছে যারা এখনও অপেক্ষা করছে এবং তারা নিজেদের কর্মপন্থায় কখনোই কোন পরিবর্তন আনে নি। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, **'ইন্না রাসূলাল্লাহি ইয়াশহাদু আন্নাকুমুশ্ শুহাদাউ ইনদাল্লাহি ইয়াওমাল কিয়ামাহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর রসূল সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তোমরা কিয়ামত দিবসেও আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে শহীদ। এরপর তিনি (সা.) সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেন, তার যিয়ারত করে নাও এবং তার প্রতি সালাম প্রেরণ কর। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, কিয়ামত দিবস পর্যন্ত যেই তাকে সালাম করবে তিনি তার সালামের উত্তর দিবেন। হযরত মুসআব (রা.)-এর ভাই হযরত আবু রোম বিন উমায়ের, হযরত সোয়ায়বাত বিন সা'দ এবং হযরত আমের বিন রাবীআ হযরত মুসআব (রা.)-কে কবরে নামান।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৯-৯০)

সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) লিখেছেন, উহুদের শহীদদের মাঝে অন্যতম ছিলেন হযরত মুসআব বিন উমায়ের। তিনি মদিনায় ইসলামের মুবাল্লেগ হিসাবে আগমনকারী সর্বপ্রথম মুহাজের ছিলেন। অজ্ঞতার যুগে মক্কার যুবকদের মাঝে মুসআবকে সবচেয়ে বেশি অভিজাত মনে করা হতো আর তিনি খুবই আভিজাত্যের মাঝে বাস করতেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর তার অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) একবার তার দেহে একটি কাপড় দেখেন যাতে অনেক জোড়াতালি লাগানো ছিল, তখন তাঁর স্মৃতিপটে হযরত মুসআবের পূর্বেকার যুগের ছিত্র ভেসে উঠে যার ফলে তাঁর দুচোখ অশ্রুসজল হয়ে পড়ে। উহুদের যুদ্ধে হযরত মুসআব (রা.) যখন শহীদ হন তখন তার পরনে এতটুকু কাপড়ও ছিল না যা দিয়ে তার দেহ ঢাকা সম্ভব হতো। পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত আর মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেত। তাই মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে মাথা কাপড় দিয়ে ঢাকার পর পা ঘাস দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ:৫০১)

সহীহ্ বুখারীতে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)- রোযাদার ছিলেন, তার সামনে ইফতারের সময় খাবার আনা হয়। তিনি তিনি বলেন, মুসআব বিন উমায়ের (রা.) শহীদ হয়েছেন। তিনি আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। তাকে দাফন করা হয় এক কাপড়ে । তার মাথা আবৃত করলে তার পা অনাবৃত হয়ে যেত আর পা আবৃত করলে তার মাথা অনাবৃত হয়ে পড়ত। বর্ণনাকরী বলেন, আমার মনে হয় (তিনি) এটিও বলে থাকবেন যে, হামযা (রা.) শহীদ হয়েছেন, আর তিনি আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। এরপর তিনি বলেন, আমরা জাগতিক সেসব স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছি যা চোখের সামনে অথবা এভাবে বলেছেন যে, আমাদেরকে জাগতিক সেসব জিনিস দেওয়া হয়েছে যা দেখতে পাচ্ছ আর আমার ভয় হয়, কোথাও আমরা আমাদের পুণ্যের প্রতিদান খুব দ্রুতই প্রাপ্ত হইনি তো! এরপর তিনি কাঁদতে আরম্ভ করেন, এমনকি তিনি খাওয়া পরিত্যাগ করেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস-১২৭৫)

আল্লাহ্ তা'লারভয়-ভীতি এবং পরজগতে আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহার তার সামনে এসে যায়, যে কারণে তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। অর্থাৎ আমরা এমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছি যে, এ জগতেই আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পুরো প্রতিদান দিয়ে দেন নি তো এবং এমন যেন না হয় যে, পরপারে গিয়ে আমরা আর কিছুই পাব না।

হযরত খুব্বাব বিন আর্‌ত (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে দেশত্যাগ করি, আমরা কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির প্রত্যাশী ছিলাম আর আমাদের প্রতিদান আল্লাহ্ তা'লার দায়িত্বে ছিল। আমাদের মাঝে এমন লোকও আছে যারা মৃত্যুবরণ করেছে আর তারা তাদের প্রতিদান থেকে কিছুই ভোগ করে নি। তাদেরই একজন হলেন, হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) এবং আমাদের মাঝে এমন লোকও আছে যাদের ফল পেকেছে আর তারা সেই ফল ভোগ করছে। হযরত মুসআব (রা.) উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন আর তাকে কাফন দেওয়ার মতো কেবল একটি চাদরই আমরা পেয়েছিলাম। আমরা যখন সেটি দিয়ে তার মাথা আবৃত করতাম তখন তার পা অনাবৃত হয়ে পড়ত আর আমরা যদি তার পা আবৃত করতাম তাহলে তার মাথা অনাবৃত হয়ে পড়ত। তখন মহানবী (সা.) আমাদের বলেন, আমরা যেন তার মাথা ঢেকে দিই এবং তার পায়ের ওপর ইযখার ঘাস দিয়ে দিই।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস-১২৭৬)

তিরমিযী শরীফের একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত আলী বিন আবু তালেব (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ্ তা'লা সাতজন করে সম্ভ্রান্ত সাথী দান করেছেন অথবা বলেছেন, নেতা দান করেছেন কিন্তু আমাকে দেওয়া হয়েছে চৌদ্দজন। তখন আমরা নিবেদন করলাম, তারা কারা? উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, আমার দুই দৌহিত্র জা'ফর ও হামযা, আবু বকর, উমর, মুসআব বিন উমায়ের, বিলাল, সালমান, মিক্বদাদ, আবু যর, আম্মার এবং আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ।

(সুনানে তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিব, হাদীস-৩৭৮৫)

হযরত আমের বিন রাবিয়া (রা.) বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বলতেন– হযরত মুসআব বিন উমায়ে (রা.) যখন ঈমান আনয়ন করেন, তখন থেকে উহুদের যুদ্ধে শহীদ হওয়া পর্যন্ত তিনি আমার বন্ধু ও সাথি ছিলেন। তিনি ইথিওপিয়ার উভয় হিজরতে আমার সাথে গিয়েছেন। মুহাজেরদের মাঝে তিনি আমার বন্ধু ছিলেন। আমি এমন কোন মানুষ দেখি নি যে তার চেয়ে অধিক উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং যার সাথে তার চেয়ে কম মতবিরোধ হবে।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৭)

উহুদের যুদ্ধের পর রসূলুল্লাহ্ (সা.) মদিনায় ফিরে আসলে হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-এর স্ত্রী হযরত হামনা বিনতে জাহাশ (রা.) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন মানুষ তাকে তার ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ (রা.)-এর শাহাদতের সংবাদ দেয়, এতে তিনি 'ইন্নলিল্লাহি ওয়া ইন্ন ইলাহি রাজেউন'। পড়েন এবং তার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন। এরপর মানুষ তাকে তার মামা হযরত হামযা (রা.)-এর শাহাদতের সংবাদ দেয়, তখন তিনি 'ইন্নলিল্লাহি ওয়া ইন্ন ইলাহি রাজেউন' পড়েন এবং তার ক্ষমার জন্য দোয়া করেন। পুনরায় মানুষ তাকে তার স্বামী হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-এর শাহাদাত সম্পর্কে অবগত করে, তখন তিনি কেঁদে উঠেন এবং অস্থির হয়ে পড়েন। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, স্ত্রীর হৃদয়ে তার স্বামীর এক বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা থাকে।

(আসসীরাতুন্নাবুয়ত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৩৯৬)

অপর এক বর্ণনায় হযরত হামনা বিনতে জাহাশ সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, যখন তাকে বলা হয় যে, তোমার ভাইকে শহীদ করা হয়েছে, তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাঁর প্রতি কৃপা করুন এবং আরও বলেন, 'ইন্নলিল্লাহি ওয়া ইন্ন ইলাহি রাজেউন' । মানুষ বলল, তোমার স্বামীকেও শহীদ করা হয়েছে। তখন তিনি বলেন, হায় আক্ষেপ! তার কথা শুনে মহানবী (সা.)

বলেন, মহিলাদের সাথে তাদের স্বামীর এমন এক সম্পর্ক থাকে, যা অন্য কারো সাথে হয় না।

(সুনানে ইবনে মাজা, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস-১৫৯০)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) তার এক খুতবায় এই ঘটনাটি নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন যাতে হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনা এবং তাঁর শাহাদাতে তাঁর স্ত্রীর যে প্রতিক্রিয়া ছিল, তা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন যে, সেসব পুরুষ ও মহিলা সাহাবী যাদের আত্মীয়ের সংখ্যা একাধিক হতো, তাদেরকে ধীরে ধীরে এমনভাবে সংবাদ দিতেন যেন দুঃখ তাদের হৃদয়কে আকস্মিকভাবে পরাভূত না করে বসে। অতএব যখন হুযূর (সা.)-এর কাছে হযরত আব্দুল্লাহ্‌র বোন হামনা বিনতে জাহাশ উপস্থিত হলেন তখন তিনি (সা.) বলেন, হে হামনা! তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রতিদানের আশা রাখ। তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূ ল (সা.)! কার সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রতিদান? তিনি (সা.) বলেন, তোমার মামা হামযা'র। তখন হযরত হামনা বলেন, 'ইন্নলিল্লাহি ওয়া ইন্ন ইলাহি রাজেউন- গাফারালাহু ওয়া রাহেমাহু হানিয়ান লাহু শাহাদাহ (অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন এবং তাঁর প্রতি দয়া করুন এবং তাঁর শাহাদাত তাঁর জন্য মহা সুখের ও আনন্দের হোক)। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, হে হামনা! ধৈর্য্য ধারণ কর, আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রতিদানের আশা রাখ। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত পুণ্যের কথা বলছেন? তিনি (সা.) বলেন, তোমার ভাই আব্দুল্লাহ্‌র। তখন হযরত হামনা পুনরায় বলেন, 'ইন্নলিল্লাহি ওয়া ইন্ন ইলাহি রাজেউন- গাফারালাহু ওয়া রাহেমাহু হানিয়ান লাহু শাহাদাহ (আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন এবং তাঁর প্রতি দয়া করুন এবং তাঁর শাহাদাত তাঁর জন্য মহা সুখের ও আনন্দের হোক)। এরপর পুনরায় তিনি (সা.) বলেন, হে হামনা! ধৈর্য্য ধারণ কর, আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রতিদানের আশা রাখ। তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এটি কার জন্য? মহানবী (সা.) বলেন, মুসআব বিন উমায়ের এর জন্য। তখন হযরত হামনা বলেন, হায় পরিতাপ এ কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, সত্যিই স্ত্রীর ওপর স্বামীর বেশ বড় অধিকার রয়েছে যা অন্য কারো নেই, আর তিনি (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এমন কথা কেন বললে? তখন তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তার সন্তানদের অনাথ হয়ে যাওয়ার কথা মনে পড়ে গেল যার ফলে আমি বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম আর বিচলিত অবস্থায় আমার মুখ থেকে এমন কথা বের হয়েছে। এ কথা শুনে মহানবী (সা.) মুসআব (রা.)-এর সন্তানদের জন্য এই দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! তাদের অভিভাবক ও জ্যেষ্ঠরা যেন তাদের প্রতি স্নেহ ও দয়ার আচরণ করে এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে।

(খুতবাতে তাহের, খিলাফতের পূর্বের খুতবা থেকে চয়নকৃত)

আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি সত্যিই অনুগ্রহের আচরণ করেছিলেন। মহানবী (সা.)-এর দোয়া গৃহীত হয়। এখানে হযরত মুসআবের স্মৃতিচারণ সমাপ্ত হলো; ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে পরবর্তী সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে।

এখন আমি বর্তমানে করোনা ভাইরাসের কারণে যে মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে, সে বিষয়ে জামা'তের বন্ধুদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। যেমনটি বিভিন্ন সরকার এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে, আমাদের সবার সেসব সতকর্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। একেবারে প্রথমদিকে হোমিও ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে আমি কয়েকটি হোমিও ঔষধের কথা বলেছিলাম যেগুলো প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহারের জন্যও এবং কিছু চিকিৎসাস্বরূপও। সেগুলো ব্যবহার করা উচিত, এগুলো সম্ভাব্য চিকিৎসা মাত্র। আমরা এ কথা বলতে পারি না যে, এগুলো শতভাগ কার্যকর চিকিৎসাপত্র অথবা সেই ভাইরাস সম্পর্কে হোমিও চিকিৎসকরা পুরোপুরি অবগত। এটি এমন এক ভাইরাস, যার সঠিক জ্ঞান নেই কিন্তু এই ধরনের রোগের সম্ভাব্য যে চিকিৎসা হতে পারে তা সামনে রেখে সেই ঔষধগুলো প্রস্তাব করা হয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লা সেগুলোর মাঝে নিরাময়ী বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করুন। সুতরাং এগুলো ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু এর পাশাপাশি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাও আবশ্যক যেমন কি-না ঘোষণা করা হচ্ছে।

এই প্রেক্ষিতে আবশ্যকীয় বিষয় হলো জনসমাবেশ এড়িয়ে চলা। মসজিদে আগমনকারীদেরও সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। যদি সামান্য জ্বরও থাকে, শরীরে ব্যাথা-বেদনা থাকে অথবা হাঁচি-কাশি কিংবা সর্দি থাকে তাহলে মসজিদে আসা উচিত নয়। মসজিদেরও কিছু অধিকার রয়েছে। মসজিদের একটি অধিকার হলো সেখানে যেন এমন কোন ব্যক্তি না আসে যার কারণে অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যে কোন ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মসজিদে আসার ব্যাপারে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। সাধারণ অবস্থায়ও হাঁচি তোলার সময় সবার উচিত মুখে হাত কিংবা রুমাল দেওয়া, বর্তমানে বিশেষ করে (তা করা উচিত) । কতক নামাযীও অভিযোগ করে থাকে যে, কিছু কিছু লোক আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে হাঁচি দেয় অথচ তারা মুখের সামনে হাত কিংবা রুমাল কিছুই রাখে না। আবার হাঁচি এত উঁচু হয়ে থাকে যে, আমাদের গায়েও থুতুর ছিটেফোঁটা এসে পড়ে। অতএব পাশে দাঁড়ানো নামাযীদের এটি একটি অধিকার । তাই সবার এ বিষয়ে সাবধান থাকা উচিত। আমি যেমনটি বলেছি, বর্তমানে এ বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ডাক্তাররা বর্তমানে যে সাবধানতা অবলম্বন করতে বলছেন তা হলো, হাত এবং মুখমণ্ডল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন। হাত নোংরা থাকলে মুখমণ্ডলে হাত দিবেন না। হাতে স্যানিটাইযার বা জীবাণুনাশক লোশন লাগিয়ে রাখুন কিংবা বার বার ধৌত করুন। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে অর্থাৎ আমাদের মধ্যে কেউ যদি পাঁচবেলার নামাযে অভ্যস্ত হয়, আর পাঁচবেলা রীতিমতো ওযূ করে, নাকে পানি দেয়, যার মাধ্যমে নাক পরিষ্কার হয় এবং সঠিক ওযূ হয় তাহলে এটি পরিচ্ছন্নতার এমন এক উন্নত মান যা স্যানিটাইযার এর ঘাটতি পূরণ করবে। শোনা যাচ্ছে, বর্তমানে বাজারে স্যানিটাইযার ফুরিয়ে গেছে। মানুষ আতঙ্কিত হয়ে সবকিছু কিনে নিয়ে গেছে, দোকানের তাক খালি। বিশেষত এমনসব জিনিস (নেই) যা এই কাজে ব্যবহার হতে পারে। যাহোক সঠিকভাবে যদি ওযূ করা হয় তাহলে তা বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতাও আর যে ব্যক্তি ওযূ করবে সে নামাযও পড়বে। ফলে এটি আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধতার সর্বোত্তম মাধ্যম সাব্যস্ত হয়। এছাড়া বর্তমানে দোয়া করারও অনেক বেশি প্রয়োজন রয়েছে। তাই আমাদের এ দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আমি মসজিদের অধিকারের কথা উল্লেখ করেছি। এটাও বলে দিচ্ছি যে, যারা মসজিদে মোজা পরে আসেন প্রত্যেক দিনই মোজা পরিবর্তন করা উচিত এবং ধোয়া উচিত; সাধারণ সময়ে, বিশেষ করে শীতের সময়ে । যদি মোজা থেকে বা পা থেকে দুর্গন্ধ আসতে থাকে, তবে সাথে দাঁড়ানো নামাযীদের জন্য এটি কষ্টের কারণ হয়ে থাকে, কিংবা পিছনের সারিতে যে নামাযী সিজদা করছেন তার জন্য কষ্টের কারণ হয়ে থাকে। এই বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। মহানবী (সা.) এই নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, কোন গন্ধযুক্ত জিনিস, যেমন পেঁয়াজ-রসুন ইত্যাদি খেয়ে মসজিদে আসবে না।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আতইমা, হাদীস-৩৮২৩)

কখনো কখনো ঢেঁকুর ইত্যাদি ওঠে বা এমনিতেই মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসে, যা নামাযীদের জন্য কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। এটি নামাযীদের জন্য এবং মসজিদের পরিবেশের জন্যও কষ্টদায়ক পরিস্থিতির অবতারণা করে। বরং এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মসজিদে এলে সুগন্ধি লাগিয়ে এসো; বরং এতটা সাবধানতার শিক্ষা রয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'কাঁচা মাংস নিয়ে মসজিদের ভেতর দিয়ে হেঁটেও যেও না', সেখানে কেউ (দুর্গন্ধ নিয়ে) বসে থাকা তো দূরের কথা। সুতরাং শরীরের পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশের পরিচ্ছন্নতাও একজন নামাযীর জন্য একান্ত আবশ্যক, এর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু এর অর্থ এটিও নয় যে, এই ছুতোয় মসজিদে আসা ছেড়ে দিবেন। নিজের বাহ্যিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে নিজ হৃদয় থেকে ফতোয়া নেওয়া উচিত। সর্বদা স্মরণ রাখবেন যে, আল্লাহ্ তা'লা হৃদয়ের অবস্থা জানেন। তাই যদি কোন অসুস্থতা থাকে, তাহলে ডাক্তার দেখিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিন যে, এটি কোন্ ধরনের অসুস্থতা ; তবে দু'একদিন (মসজিদ) এড়িয়ে চলাও উত্তম।

এছাড়া আজকাল এটাও বলা হচ্ছে যে, করমর্দন এড়িয়ে চলুন– এটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; বলা যায় না কার হাত কেমন! তাই যদিও করমর্দনের ফলে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়, ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই রোগের কারণে আজকাল এটি এড়িয়ে চলাই উত্তম। জগৎপূজারীরা, যারা হৈচৈ করতো যে, মুসলামনরা করমর্দন করে না, (পুরুষরা) নারীদের সাথে করমর্দন করে না, (নারীরা) পুরুষদের সাথে করমর্দন করে না– তাদের নিয়ে এখন কৌতুক তৈরী

হচ্ছে। জার্মানীর চ্যান্সেলরের সাথে তার মন্ত্রী করমর্দন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে আর এ সংক্রান্ত একটি কৌতুক তৈরী হয়েছে। এখানেও একজন সাসংদ বলেছেন, আমরা যে আজকাল করোনাভাইরাসের কারণে করমর্দন এড়িয়ে চলছি তা অত্যন্ত ভাল। কেননা করমর্দন করা আমাদের সংস্কৃতি নয়। আমাদের সংস্কৃতি হলো পূর্বে আমরা স্যালুট করতাম অথবা মাথা থেকে হ্যাট খুলে ঝুঁকতাম। এখন এই অপসংস্কৃতি বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এছাড়া তিনি এটিও বলেছেন যে, আমরা নারীদের সাথে করমর্দন করি; বরং আলিঙ্গন করে চুম্বনের চেষ্টা করি অথচ আমরা এটা জানিও না যে, নারীরা এটি আদৌ পছন্দ করে কিনা। আর জোরপূর্বক আমরা এসব কর্মকাণ্ড করছি। এরা আল্লাহ্‌তা'লার কথা মানার জন্য তো প্রস্তুত ছিল না কিন্তু এই রোগ এবং এ মহামারী কমপক্ষে এদিকে তাদেরকে মনোযোগী করেছে। আল্লাহ্‌তা'লা করুন খোদাতা'লার দিকেও যেন তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। আল্লাহ্‌তা'লার আদেশ মানার ব্যাপারে তাদের মতবিরোধ ছিল; যখন আমরা বলতাম আর খুবই ভালবাসার সাথে বলতাম যে, আমাদের এভাবে সালাম করা নিষেধ বা পুরুষ মহিলার করমর্দন করা নিষিদ্ধ, তা নিয়ে তারা অনেক হৈচৈ করত। কিন্তু এখন প্রায়ই শোনা যায়, বিভিন্ন বিভাগে বা দপ্তরে এবং বিভিন্ন স্থানে এরা যারা অস্বীকার করে অত্যন্ত রুঢ়ভাবে করে। আমরা অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে এবং নম্রতার সাথে বলতাম যে, এটি আমাদের শিক্ষা। কিন্তু এখন এই করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে তারা এতটাই সতর্ক হয়ে গেছে যে, সেখানে চারিত্রিক মূল্যবোধের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। যাহোক এই মহামারি এদিক থেকে কিছুটা তাদের সংশোধন করেছে। আর যেমনটি আমি বলেছি,এই সংশোধন যেন তাদেরকে আল্লাহ্‌তা'লার দিকে নিয়ে যাওয়ার কারণ হয়।

আল্লাহতা'লা ভালো জানেন , এই মহামারি আর কতটা বিস্তৃত হবে এবং কোন পর্যায়ে যাবে আর আল্লাহ্‌তা'লার তকদীর কী। কিন্তু যদি এই রোগ আল্লাহ্‌তা'লার অসন্তুষ্টির কারণে প্রকাশ পেয়ে থাকে যেমনটি এ যুগে আমরা দেখছি অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের মহামারি, রোগ, ভূমিকম্প, ঝড় ইত্যাদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর আবির্ভাবের পর অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে; এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌তা'লার তকদীরের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আল্লাহতা'লার দিকে প্রত্যাবর্তন করার অনেক বেশি প্রয়োজন রয়েছে। প্রত্যেক আহমদীরএ দিনগুলোতে বিশেষভাবে দোয়ার প্রতিও মনোনিবেশ করা উচিত এবং নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নয়নের প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। অপর দিকে পৃথিবীর জন্যও দোয়া করা উচিত; আল্লাহ্‌তা'লা তাদেরকেও হেদায়েত দিন, আল্লাহ্ তা'লা জগদ্বাসীকে তৌফীক দিন যেন তারা পার্থিবতায় অতিমাত্রায় নিমজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে এবং খোদাতা'লাকে ভুলে যাওয়ার পরিবর্তে নিজেদের সৃষ্টিকর্তা খোদাকে চিনতে পারে।

এরপর আমি কয়েকজনের গায়েবানা জানাযাও পড়াবো। প্রথম জানাযা হলো আকিল আহমদ বাট সাহেবের পুত্র স্নেহের তানযিল আহমদ বাট এর। সে এগারো বছরের ছোট্ট একটি বালক ছিল। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে তার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু তো নয় বরং আমার মতে এটি শাহাদাত। তানযীল আহমদ বাট-এর মৃত্যুসংক্রান্ত ঘটনা হলো লাহোরের দিল্লী গেইটস্থ শাহদারা কলোনীতে তাকে তার এক প্রতিবেশী মহিলা ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন। মৌলভীদের ফতওয়া আহমদীদেরকে যে কোন অজুহাতে হত্যা করা পাকিস্তানে অত্যন্ত সহজ করে তুলেছে। এ হত্যাকাণ্ডও এরই ফলশ্রুতি। আর এ দিক থেকে আমি এই শিশুকে শহীদদের অন্তর্ভুক্ত করি। কারণ যাই হোক, কিন্তু এর পেছনে আহমদীয়াতের প্রতি যে বিদ্বেষ রয়েছে সেটিও একটি কারণ। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী সে নিষ্পাপ-নির্দোষ শিশু ছিল, তার কোন অপরাধ ছিল না।

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হলো স্নেহের তানযীল আহমদ বাটের মা ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে তাকে প্রতিবেশীদের ঘর থেকে নিজের ছোট বোনের পুতুল আনার জন্য পাঠান যা সে সেখানে ফেলে এসেছিল। সেই বাড়িতে তার যাতায়াতও ছিল। এই ঘটনার আসল কারণ কী তা আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। ঘটনার এক দিন আগে সেখানে পুতুল রেখে এসেছিল; তাকে পাঠিয়েছেন গিয়ে পুতুল নিয়ে আসার জন্য। দীর্ঘ অপেক্ষার পরও যখন ছেলে ফিরে আসে নি তখন মা নিজে প্রতিবেশীর বাড়ি যান। প্রতিবেশী মহিলা প্রথমে দরজা খুলে নি। দীর্ঘক্ষণ পরে দরজা খুললে তার কাছে ছেলে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে যে, সে পুতুল নিয়ে ফিরে গেছে। এতে স্নেহের তানযিলের মা তার স্বামী আকিল সাহেবকে সংবাদ দেন। তিনি তৎক্ষণাৎ জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে মিলে ছেলেকে খুঁজতে আরম্ভ করেন এবং পুলিশের কাছেও রিপোর্ট করেন। এরপর যখন গলির সিসি টিভি ক্যামেরা পরীক্ষা করা হয় তখন ছেলেটিকে প্রতিবেশীর বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখা গেছে ঠিকই কিন্তু বের হয়নি। তখন পুলিশের সহায়তায় বাড়ি তল্লাশি করা হলে একটি ট্রাঙ্ক থেকে উক্ত শিশুর লাশ উদ্ধার হয়। তখন পুলিশ বলে, সেই ঘাতক মহিলার স্বামী পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিল যে, তার স্ত্রী ছেলেটিকে হত্যা করে লাশ ট্রাঙ্কে লুকিয়ে রেখেছে। সেই মহিলা বাড়ির মালিকের ছেলের সাথে মিলে শিশুটিকে হত্যা করেছিল; যা এখন সে স্বীকারও করেছে।

স্নেহের তানযিল আহমদ বাট ২০০৯ সালের ২০ নভেম্বর তারিখে লাহোরে জন্ম গ্রহণ করে। ওয়াকফে নও তাহরীকের অন্তর্ভুক্ত ছিল; আতফালুল আহমদীয়া সংগঠনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিল, নিয়মিত জামা'তী অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দিত। নিজ ক্লাসে মেধাবী ছাত্রদের মাঝে গণ্য হতো। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছিল; মৃত্যুর পর যখন তার পরীক্ষার ফলাফল বের হয় তা থেকে জানা যায় যে সে ৭৫০ নম্বর থেকে ৭২৯ নম্বর পেয়ে ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। স্নেহের তানযিলের মা বলেন, আমার সন্তানদের মধ্যে তানযিল সবচেয়ে বেশি অনুগত ছিল;আর যে কোন কাজ করার আগে আমার কাছে অনুমতি নিয়ে করত। কোন প্রতিবেশী বা কোন কর্মকর্তাও তাকে কোন কাজের কথা বললে সে তৎক্ষণাৎ কাজ করত; কখনোই অস্বীকার করত না। এমনকি সেই হত্যাকারীনি প্রতিবেশী মহিলাও তাকে দিয়ে কখনো কখনো কাজ করাতো এবং সে সবসময় তার আনুগত্য করত, তার কাজে সাহায্য করত। স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী ও জামা'তের কর্মকর্তারাও তার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট ছিল। সবসময় তার প্রশংসা করতেন। এমটিএ'র অনুষ্ঠানাদির নিয়মিত দর্শক ছিল; বিশেষ করে শিশুদের অনুষ্ঠান এবং খুতবা ইত্যাদি শুনতো। মসজিদে নিয়মিত নামায পড়তে যেত। তার বাবা কারখানা থেকে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ফিরে যদি মসজিদে যেতে কখনো সামান্য আলসেমী দেখাতো তাহলে স্নেহের তানযিল তাকে জোর করে মসজিদে নিয়ে যেত। স্নেহের মরহুম স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তার পেছনে পিতা আকিল আহমদ বাট, মা নায়েলা আকিল এবং চার ভাই-বোন রেখে গেছে অর্থাৎ দুই ভাই ও দুই বোন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে তাঁর প্রিয়দের মাঝে স্থান দিন আর হত্যাকারীদের কৃতকর্মের সাজা দিন এবং তাঁর পিতামাতাকে ধৈর্য্য ও মানসিক প্রশান্তি দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো ডাক্তার মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেবের পুত্র রাওয়ালপিণ্ডি জেলার সাবেক আমীর ব্রিগেডিয়ার বশীর আহমদ সাহেবের। তিনি গত ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে রাওয়ালপিণ্ডিতে ৮৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন। মরহুম মূসী ছিলেন। তিনি তাঁর পেছনে পরিবারবর্গে স্ত্রী ছাড়া দুই পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন। ব্রিগেডিয়ার বশীর আহমদ সাহেব ১৯৩১ সালে গুজরাত জেলার একটি একান্ত নিষ্ঠাবান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ডাক্তার মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেব স্বয়ং বয়আত করে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হন। ব্রিগেডিয়ার সাহেব কাদিয়ানে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৪৭ সালে মাধ্যমিক পাশ করেন। ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের মিলিটারি একাডেমির Sixth Long Course-এ পাকিস্তান-সেনাবাহিনীতে তিনি কমিশন গ্রহণ করেন। ১৯৮২ সালে তিনি ব্রিগেডিয়ার হিসেবে সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তারপর দীর্ঘদিন তিনি ইসলামাবাদের পলিসি ইন্সটিটিউটের প্রধান হিসেবে দেশের সেবা করার তৌফিক লাভ করেন। এভাবে তিনি ৬৬ বছর যাবৎ দেশসেবার সুযোগ লাভ করেন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

ব্রিগেডিয়ার সাহেবের জামা'তী সেবা হলো, ২০১২ সালে তাকে আমি রাওয়ালপিণ্ডি জামা'তের আমীর নিযুক্ত করেছিলাম আর ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত তিনি রাওয়ালপিণ্ডি শহর এবং জেলার আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালনের তৌফিক লাভ করেন। ১৯৭৯ সালে রাওয়ালপিণ্ডিতে তার বদলি হয়। ১৬ বছর পর্যন্ত তিনি জামা'তে আহমদীয়া রাওয়ালপিণ্ডি শহর ও জেলার নায়েব আমীর এবং সেক্রেটারী তালীম হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনের ডাইরেক্টর এবং মজলিসে শূরার বিভিন্ন কমিটির তিনি সদস্য ছিলেন। মরহুম ব্রিগেডিয়ার সাহেব অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন আর আন্তরিকতার সাথে জামা'তের কাজ করতেন। তিনি মিশুক ও স্নেহশীল আর সৃষ্টির সেবাকারী ও সাহায্যের মুখাপেক্ষীদের কাজ আন্তরিকতার সাথে করতেন। ধর্মের কাজের ক্ষেত্রে অত্যন্ত নীতিবান এবং সময়ানুবর্তী ছিলেন। নিজেও দ্রুতগতিতে জামাতের কাজ করতেন এবং নিজের সাথীদেরও এর উপদেশ দিতেন। ধর্মের কাজে বরং কোন কাজের ক্ষেত্রে অলসতা সহ্য করতেন না। নিজ আমেলার সদস্যদেরকে তিনি যে কাজ দিতেন, নির্দিষ্ট সময়ে সে কাজের ফলোআপ অবশ্যই করতেন। গভীর দোয়াগো, ইবাদতগুযার আর খিলাফতের গভীর অনুরাগী নিবেদিতপ্রাণ মানুষ ছিলেন। শেষ বয়স পর্যন্ত তার স্মরণ শক্তিও বেশ প্রখর ছিল। মহানবী (সা.) এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিক ছিলেন আর সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন যে তিনি আহমদী। পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক সব সময় তার বালিশের পাশে থাকত। তার পড়াশোনার গণ্ডি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। দরিদ্র ও অভাবীদেরকে উদারভাবে ও নীরবে আর্থিক সাহায্য দিতেন, বিশেষত বিধবাদের অভাব মোচনে অত্যধিক সচেতন থাকতেন আর সর্বদা তাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। অনেক ব্যক্তি ও পরিবার তার স্থায়ী আর্থিক সাহায্য থেকে উপকৃত হচ্ছিল। আর সাহায্যও এত বেশি করতেন যে উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তি এটিও লিখেছে যে, তার দোকান পুড়ে যাওয়ার কারণে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তিনি নীরবে মানুষের অজান্তে আমাকে কিছু টাকা প্রদান করেন এবং বলেন পরবর্তীতে কখনো এর উল্লেখ করবে না। ঘরে গিয়ে সে তা খুলে দেখেতাতে দুই লক্ষ টাকা ছিল। যখন তার ব্যবসার উন্নতি হয় আর সে উক্ত অর্থ ফেরত দিতে যায় তিনি বলেন,আমি ফেরত নেওয়ার জন্য দিই নি।

রাওয়ালপিণ্ডি জেলার মুরব্বী সিলসিলাহ্ জনাব তাহের মাহমুদ সাহেব লিখেন, আমীর সাহেব অত্যন্ত শান্তশিষ্ট প্রকৃতির,দয়াদ্র, মিতবাক এবং অত্যন্ত দোয়াগো মানুষ ছিলেন। জুমুআর দিন জুমআর নামাযের অনেক পূর্বেই তিনি এওয়ানে তওহীদে বা মসজিদে চলে আসতেন আর অত্যন্ত বিনয় ও আকুতি-মিনতির সাথে নফল আদায় করতেন। দ্রুত নামায আদায়কারীদের তিনি কাদিয়ানের সাহাবী ও বুযুর্গদের ঘটনা শোনাতেন, যেখানে তিনি তরবীয়ত লাভ করেছিলেন। ধীরে ধীরে নামায আদায়কারীদের প্রতি তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। প্রচলিত দোয়াসমূহ এবং তাসবীহ্ ইত্যাদির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। তিনি নিজেও দোয়াকারী এবং দীর্ঘ নামায আদায়কারী ছিলেন আর অন্যদেরও নামাযের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। অভাবী ও বন্ধুদের সাহায্যকারী ছিলেন–এ কথা প্রত্যেকেই লিখেছে। কেউ যদি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করত তাহলে তাকেও তিনি বারণ করতেন। হযরত মসীহ্ ম ওউদ (আ.) এর পুস্তকের সাথে তাঁর প্রেমময় সম্পর্ক ছিল এবং মিটিংএ সেসব পুস্তকের নিগুঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতেন। তিনি ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনের ডাইরেক্টরও ছিলেন। ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনে তার সেক্রেটারী জনাব নাসের শামস সাহেব লিখেন, তিনি ২০১১ সালের শুরু থেকে ২০১৯ সালের শেষ পর্যন্ত ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনের ডাইরেক্টর ছিলেন। বার্ধক্য ও দৈহিক দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি বোর্ড অফ ডাইরেক্টরের সকল মিটিং-এ নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। এক দশক পর্যন্ত তার দোয়া এবং যথাযথ পরামর্শ থেকে আমরা কল্যাণমণ্ডিত হয়েছি। মরহুম জামাতের একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, মুত্তাকী এবং খিলাফতের প্রতি সত্যিকার অর্থে বিশ্বস্ত কর্মী ছিলেন। তিনি বলেন, মরহুমের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি তা হলো, তার আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক এবং অত্যন্ত বিনয় ও বিগলনের সাথে নামায আদায় করা। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তানাদিকেও তার পুণ্য ধরে রাখার তৌফিক দিন।

তৃতীয় জানাযা হলো মুহাম্মদ দীন সাহেবের পুত্র ডাক্তার হামিদ উদ্দিন সাহেবের, যিনি ১২১ জিম বে লখ্খুওয়াল, ফয়সালাবাদ নিবাসী ছিলেন। ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন। মরহুমের বংশে আহমদীয়াত গুরুদাসপুর জেলার ফার্সিয়া নিবাসী তার পিতা জনাব মুহাম্মদ দ্বীন সাহেব এবং দাদা জনাব ফতেহ উদ্দিন সাহেবের একযোগে বয়আতের কল্যাণে এসেছিল, যারা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর যুগে বয়আত করেছিলেন। মরহুমের জন্ম কাদিয়ানে হয়েছিল। তার মাতার আপন চাচা হযরত মওলানা মুহাম্মদ ইবরাহীম সাহেব কাদিয়ানী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি খ্রিষ্টধর্মের প্রখ্যাত আলেম ছিলেন এবং দীর্ঘ কাল কাদিয়ানের মাদরাসা আহমদীয়ার শিক্ষকও ছিলেন। ভারত বিভাগের পর মরহুমের পরিবার ফয়সালাবাদে এসে বসতি স্থাপন করে। পেশাগত দিক দিয়ে ডিসপেন্সার ছিলেন যার কল্যানে তিনি পু রো এলাকায় মানবতার সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। অভাবীদের বিনা মূল্যে চিকিৎসা প্রদান করতেন। অত্যন্ত সরল মনের অধিকারী, খোদাভীরু, শৈশব থেকেই নিয়মিত নামায রোজায় অভ্যস্ত, আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র নিদর্শনাবলীর সম্মান করতেন। খিলাফতের অনুরাগী, পরম স্নেহশীল ও আল্লাহ্তা'লার ওপর ভরসাকারী একজন ঈমানদার ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। কখনো কাউকে কারো গোপন কথা বলতেন না। তিনি একজন পরহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন এবং সকলের উপকার সাধনের চেষ্টা করতেন। জামা'তের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনের তিনি সুযোগ লাভ করেছেন। তার এক ছেলে করীমুদ্দীন শামস সাহেব মুরব্বী সিলসিলা, বর্তমানে তানজানিয়াতে কর্মরত আছেন। কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততার কারণে তিনি মরহুমের জানাযায় অংশ নিতে পারেননি। তার এক জামাতা মুরব্বী সিলসিলা এবং আরেক জামাতা জামা'তের মুয়াল্লিম হিসাবে সেবারত আছেন। তার এক দৌহিত্র জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ায় শাহেদ ক্লাসের ছাত্র। অনুরূপভাবে তার বেশ কয়েকজন পৌত্র পৌত্রী ও দৌহিত্র দৌহিত্রী ওয়াকফে নও এর বরকতময় তাহরীকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন, তার বংশধরদেরও বিশ্বস্ততার সাথে বয়আতের অঙ্গীকার পালনের তৌফিক দান করুন। আমি যেমনটি বলেছি, নামাযের পর আমি তাদের গায়েবানা জানাযা পড়াব।

****

কাদিয়ান দারুল আমান-এ বাৎসরিক ইজতেমা

৮) উপরোক্ত পদের জন্য নাযারত দিওয়ান থেকে ফর্ম সংগ্রহ করুন।

কাদিয়ান দারুল আমান-এ ভারতের অঙ্গ সংগঠনগুলির (মজলিস আনসারুল্লাহ্, মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ও লাজনা ইমাউল্লাহ্) বাৎসরিক জাতীয় ইজতেমার জন্য সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) সহৃদয়তাপূর্বক মঞ্জুরী প্রদান করেছেন। ইজতেমার তারিখ গুলি হল ১৬, ১৭ ও ১৮ই অক্টোবর, ২০২০। (যথাক্রমে শুক্র, শনি ও রবিবার)

অঙ্গ সংগঠনগুলির সকল সদস্যদেরকে কাদিয়ানের আধ্যাত্মিক পরিবেশে অনুষ্ঠিতব্য ইজতেমায় অংশগ্রহণের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ আরম্ভ করা উচিত। এই ইজতেমা তরবীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ । (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam and family, Dhantala, Jalpaiguri District

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে। (সুনান আবু দাউদ)**

দোয়াপ্রার্থী: Jaan Mohammad Sarkar & Family, Keshabpur (Murshidabad)

বিবেকের স্বাধীনতা ও ইসলাম

সৈয়্যেদনা হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আইঃ)।

অনুবাদক ঃ- আবু তাহের মন্ডল

(দ্বিতীয় পর্ব)

আঁ হুজুর (সাঃ) এর প্রতি প্রেম ও ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ আজ থেকে ১৪শ বৎসর পূর্বে শুধুমাত্র হাসান বিন সাবিতই করেননি যে,

"কুন্তাস্‌সাওয়াদা লে নাযিরি ফা আমেয়া আলাইকান্নাযেরু মান শা আ বা'দাকা ফাল্‌ইয়ামুত ফা আলাইকা কুনতো উহাযেরু"।

অর্থাৎ হে মহম্মদ (সাঃ) তুমি আমার চেখের মনি ছিলে। আজ তোমার মৃত্যুতে আমার চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছে। তোমার মৃত্যুর পর এখন যে কেউ মরুক আমার পরওয়া নেই। আমার তো শুধু মাত্র তোমারই মৃত্যুর ভয় ছিল। হুজুর (সাঃ) এর মৃত্যুর পর হাসান বিন সাবিত (রাঃ) এই কবিতা পাঠ করেছিলেন। কিন্তু এই যুগেও হযরত মহম্মদ (সাঃ) এর প্রতি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর গভীর প্রেম ও ভালবাসা আমাদের হৃদয়পটেও প্রেম ও ভালবাসার আলো জ্বালিয়েছে। তিনি (আঃ) এক জায়গায় প্রেম ভালবাসার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেন। তার (আঃ) দীর্ঘ আরবী কবিতার মধ্যে কয়েকটি পংক্তি এই যে,

"কাওমুন রাআউকা ওয়া উম্মাতুন ক্বাদ উখবিরাত
মিন জালিকাল বাদরিল্লাযি আসবানি"

(অর্থাৎ) এক জাতী তোমাকে দেখেছিল আর এক উম্মত তোমার খবর শুনেছে, সেই পূর্ণিমার চাঁদের যিনি আমাকে তাঁর প্রেমিক বানিয়েছেন।)

(শেষাংশ পরের সংখ্যায়....)

"ইয়াবকুনা মিন যিকরিল জামালি সাবাবাতান
ওয়া তায়াল্লুমাম মিনলাও আতিল হিজরানি"

(অর্থাৎ) ভালবাসার কারণে সে তোমার সৌন্দর্যকে স্মরণ করে ক্রন্দন করে, এবং বিয়োগ ব্যাথার কারণেও বিলাপ করে।

"ওয়া আরাল কুলুবা লাদাল হানাজিরি কুরবাতান
ওয়া আরাল গুরুবা তুসিলুহাল আইনানি"

(অর্থাৎ) এবং আমি দেখছি যে, হৃৎপিণ্ড ব্যাকুলতার কারণে গলা পর্যন্ত এসে গেছে, এবং আমি দেখছি যে, চক্ষু অশ্রু প্রবাহিত করেই চলেছে।

(এই কাশিদা অনেকেরই বরং আমাদের বাচ্চাদেরও মুখস্ত আছে এই বিশাল কাশিদার শেষ পংক্তি এই যে)

"জিসমি ইয়াতিরু ইলাইকা মিন শওকিন আলা
ইয়া লাইতা কানাত কুওয়াতুত তয়রানী"

(অর্থাৎ) আমার শরীর তো প্রবল উন্মাদনায় তোমার দিকে উড়ে যেতে চায়। হায় যদি আমার ওড়ার শক্তি থাকত।

(অয়নাতে কামালাতে ইসলাম, রুহানি খাজায়েন, জিল্‌দ ৫, পৃঃ৫৯০-৫৯৪)

সুতরাং আমাদের তো হযরত মহম্মদ (সাঃ) এর প্রেম ও ভালবাসার পাঠ পড়ানো হয়েছে। এই জগৎ পুজারী লোক বলছে যে, এটা কি এমন বিষয়? সাধারণ রসিকতা মাত্র। যখনই মানব চরিত্রের এহেন অবনতি হয় যে তার উঁচুতে যাওয়ার পরিবর্তে নিচুতে চলে যায়, তখনই পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত হতে থাকে। কিন্তু যেমন আমি বলেছি হুজুর (সাঃ) এর জীবনের বিভিন্ন দিক মানুষের সামনে খুব বেশি রাখার চেষ্টা করুন। সংক্ষিপ্ত এবং পরিপূর্ণ গ্রন্থ হল Life of Mohammad অথবা দিবাচা তফসিরুল কোরআনের সীরাত অংশ, যা সকল আহমদীদের পড়া উচিৎ। এর মধ্যে মহা নবী (সাঃ) এর জীবন চরিতের প্রায় সব দিকই বর্ণিত হয়েছে অথবা এ বলা যায় যে প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। আর নিজের ক্ষমতা, ইচ্ছাও জ্ঞানের পরিধি অনুযায়ী তাঁর (সাঃ) এর অন্যান্য পুস্তক ও পাঠ করুন। আর জাগতিক বিভিন্ন পদ্ধতি, যোগাযোগ, প্রবন্ধও পামপ্লেটের দ্বারা আঁ হুজুর (সাঃ) এর সৌন্দর্য ও অনুগ্রহ প্রসঙ্গে অবগত করান। আল্লাহতা'লা প্রত্যেক আহমদীকে এই গুরুত্বপূর্ণ কর্ম এবং আদেশ পালন করার তৌফিক দান করুন। আর অল্লাহ জগৎ পূজারীদের এমনই সুবুদ্ধি দান করুন যেন তাদের মধ্য হতে বিবেকবান ব্যক্তিরা এই অনর্থক বিদ্রুপকারী অথবা শত্রুতা পোষণকারীদের প্রতিরোধ করুন যাতে করে পৃথিবী অশান্তি হতে রক্ষা পায় এবং আল্লাহর আযাব হতে বেঁচে যায়। আল্লাহ করুন যেন এমনই হয়।

(বর্ণিত খোতবা ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০১২)

আহমদীদের প্রতিক্রিয়া জানানোর পদ্ধতি

১৯০৬ সালে যখন রহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মহম্মদ (সাঃ) এর প্রসঙ্গে ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুন ছাপানো হয়েছে যা মুসলমানদের আবেগকে উসকে দেয়। তখন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পঞ্চম খলিফা হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আইঃ) এর প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করতে খোতবা জুম্মা প্রদান করেন। এমনই সময় মুসলমান দেশগুলোতে এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ভাঙচুর অব্যাহত ছিল এবং নিজের দেশে আগুন লাগিয়ে নিজেদের ক্ষতি করা হচ্ছিল, তখন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইমাম সমগ্র বিশ্বের মুসলমান বিশেষ করে নিজ জামাতকে তাকিদপূর্ণ উপদেশের মাধ্যমে উক্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়ার সঠিক পথ নির্দেশনা দিতে গিয়ে বলেন, যেমনটি আমি বলেছিলাম এই ঘটনাতে সত্যিকার অর্থে আমাদের হৃদয় সব চাইতে ক্ষুন্ন হয়েছে, কিন্তু আমাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার পদ্ধতি ভিন্ন। এখানে এ কথাও পরিষ্কার করে দিই যে তারা আগামীতে যে সময়ে সময়ে ঝগড়া সৃষ্টির কোন উপকরণ ব্যবহার করবে না তার কোন ভরসা নেই। না কোন এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে যা মুসলমানদেরকে মনক্ষুন্নের কারণ হবে। এর পশ্চাতে আরও একটি উদ্দেশ্য হতে পারে যে এই ওছিলায় মুসলমান, বিশেষ করে পূর্ব দেশ পাক ভারতের মুসলমানদের আইনের মাধ্যমে বাধ্য করার চেষ্টা করা হবে। যাইহোক এটা দেখার দরকার নেই যে, তারা বাধ্য করবে কিনা। আমাদের রীতিনীতি যেন ইসলামি আইন ও শিক্ষানুযায়ী হয়। যেমন আমি বলেছিলাম যে, শুরু থেকেই ইসলাম ও আঁ হুজুর (সাঃ) এর বিরুদ্ধে এই ঘৃণ্য পরিকল্পনা চলে আসছে। যেহেতু তাদের সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি আল্লাহর ছিল। আল্লাহ তাদের সংরক্ষণ করেই আসছেন আর বিরুদ্ধবাদীদের সর্ব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে আসছে।

ইসলাম ও হুজুর (সাঃ) এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিরোধ মসীহ মাওউদ (আঃ) করবেন

এই যুগে তিনি (আল্লাহ) হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কে ঐ উদ্দেশ্যে আবির্ভূত করেছেন যে যুগে হযরত মহম্মদ (সাঃ) এর চরিত্রের উপর আক্রমণ হয়েছে আর যেরূপে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এবং তাঁর খলিফাগণ জামাতকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, এবং পুনরায় তার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে তার দুই একটি উদাহরণ আপনাদের সম্মুখে রাখছি। যদ্বারা ঐ সকল লোকদের সম্মুখে পরিষ্কার হয়ে যাবে যারা আহমদীদের উপর দোষারোপ করেন যে, আহমদীরা অবরোধ করেন না ও তাদের সহিত অংশগ্রহণ ও করেন না এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহা নবী (সাঃ) এর উপর এই রূপ নোংরা আচরণে তাদের মনে কোন ব্যাথা নেই। এই প্রসঙ্গে তাদের সম্মুখে জামাতের প্রচেষ্টা পরিষ্কার হওয়া দরকার আমাদের প্রতিক্রিয়া সর্ব যুগে এইরূপই হয়ে থাকে আর হওয়াও দরকার যার দ্বারা মহানবী (সাঃ) এর শিক্ষা ও চরিত্র পরিষ্কাররূপে প্রতীয়মান হয়। কোরআন পাকের শিক্ষাও পরিষ্কার হয়। আমরা হুজুর (সাঃ) এর চরিত্রের উপর অপবিত্র আক্রমণ দেখে যখন ব্যবস্থা না নিই আল্লাহর নিকট সেজদাবনত হয়ে তাঁর সাহায্য কামনা করি। এখন আমি হুজুর (সাঃ) এর প্রেমিক হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর দুই একটি উদাহরণ উপস্থাপন করছি। যার দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, তিনি মহা নবী (সাঃ) কে কতখানি ভাল বাসতেন।

১ম উদাহরণ আব্দুল্লা আথমের, যিনি খৃষ্টান ছিলেন। তিনি তার পুস্তকে হুজুর (সাঃ) প্রসঙ্গে একবারে ঘৃণিত ভাবনার বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে, নাউযুবিল্লাহ দাজ্জাল শব্দের ব্যবহার করেছেন। সেই সময় ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্ম প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মাওউদ আঃ) এর সহিত মোবাহেসা (তর্কযুদ্ধ) চলছিল। একটি বাহাস হয়েছিল হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন যে, যদিও আমি পনের (১৫) দিন পর্যন্ত তর্কযুদ্ধে (বাহাসে) নিযুক্ত ছিলাম। বাহাস অব্যাহত ছিল এবং গুপ্তভাবে আথমের তিরস্কারের জন্য দোয়া চাইতে থাকি অর্থাৎ যে শব্দে সে আক্রমণ করেছে তার গ্রেফতারীর জন্য। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, যখন তর্কযুদ্ধ শেষ হয় তখন আমি তাকে বলি যে, একধরণের বাহাস তো শেষ হল কিন্তু আরও এক প্রকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাকী আছে যা আল্লাহর পক্ষ থেকে

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: **Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)**

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad**

আছে এবং তা এই যে, আপনি আপনার আন্দুরনা বাইবেল নামক গ্রন্থে আমাদের নবী (সাঃ) কে দাজ্জাল নামে আখ্যায়িত করেছেন। এবং আমি হুজুর (সাঃ) কে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত নবীরূপে মানি এবং দ্বীন ও ইসলামকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্বাস করি। অতএব এটি সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা যার মীমাংসা ঐশী বিধানই করবে। আর সেই ঐশ্বরিক মীমাংসা, আমাদের দুইজনের মধ্যে যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হবে। এবং যে রসুল (সাঃ)কে মিথ্যাবাদীও দাজ্জাল বলবেন এবং সত্যের শত্রু হবেন সে আজকের দিন থেকে পনের মাসের মধ্যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির জীবদ্দশায় ঐশী শাস্তির কবলে পড়বেন। শর্ত এই যে, সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করবেন না। অর্থাৎ সত্য নবীকে দাজ্জাল বলা হতে বিরত হবেন না এবং ভীত হবেন না ও অশ্লীল বাক্য বিনিময় কে ছাড়বেন না। এ এই জন্য বলা হয়েছে যে কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে শুধুমাত্র কোন ধর্মকে অমান্য করার কারণে শাস্তির যোগ্য হয় না, বরং ঔদ্ধত্য ও অশ্লীল বাক্য বিনিময়ের কারণে শাস্তির যোগ্য হয়ে থাকে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, যখন আমি এই কথা বললাম তখন তিনি হতভম্ব হয়ে যান, তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় ও তার হাত কাঁপতে থাকে তখন সে বিলম্ব না করে নিজ জিহ্বা মুখ হতে বার করেন এবং দুই কানে হাত রেখে মাথা নাড়াতে থাকে যেমন একজন দোষারোপকারী নিজের দোষকে স্বীকার করে তওবা ও বিনয়ের সাথে নিজেকে প্রকাশ করেন। আর তিনি বারবার বলছিলেন যে, তওবা তওবা আমি অভদ্রতা ও ঔদ্ধত্য দেখাইনি তার পর তিনি আর কখনও ইসলামের বিরুদ্ধে বলেন নি। এটাই ছিল হুজুর (সাঃ) এর প্রতি সুক্ষ্ম মর্যাদা বোধের অধিকারী 'শেরে' খোদার প্রতিক্রিয়া। তিনি এমনই ভাবে দোষারোপকারীদেরকে উচ্চস্বরে আহ্বান জানাতেন। আবার লেখরাম নামে আর একজন ব্যক্তি ছিলেন। যিনি হুজুর (সাঃ) কে গালি দিতেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাকে এই লাগামহীনতা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি বিরত হলেন না। পরিশেষে হুজুর (আঃ) দোয়া করলেন। যার ফলে আল্লাহতা'লা লেখরাম প্রসঙ্গে এক ভয়াবহ মৃত্যুর খবর দিলেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এই প্রসঙ্গে বলেন যে, আল্লাহ ও রসুলের শত্রু যে হুজুর (সাঃ) গালি দিত এবং মুখে অপবিত্র বাক্য উচ্চারণ করত সেই লেখরাম প্রসঙ্গে আল্লাহ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আর আমার দোয়া শুনেছেন। যখন আমি তার জন্য বদদোয়া করি তখন আল্লাহ আমাকে খবর দেন যে, সে ছয় বৎসরের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে। এটি তার জন্য নিদর্শন হবে যিনি সত্য ধর্মকে অনুসন্ধান করে থাকেন। সুতরাং সে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যন্ত্রনা দায়ক মৃত্যু বরণ করে।

হুজুর (সাঃ) এর পবিত্র জীবনী পৃথিবী বাসীর সম্মুখে পরিবেশন করুন

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আমাদেরকে এই পদ্ধতি শিখিয়েছেন যে, আপনারা এই প্রকার অন্যায়কারীদেরকে বোঝান। হুজুর (সাঃ) এর গুণাবলী বর্ণনা করুন পৃথিবী বাসীকে ঐ সুন্দর ও স্বচ্ছ বিষয় প্রসঙ্গে অবগত করান যা তাদের দৃষ্টির অগোচরে রয়ে গেছে। আর আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন যে, আল্লাহ যেন তাদেরকে ঐ ভঙ্গিমা থেকে দূরে রাখেন অথবা তাদেরকে ধৃত করেন। আল্লাহতা'লার ধৃত করার নিজস্ব পদ্ধতি আছে যা তিনি সম্মক অবগত যে, কোন পদ্ধতিতে কাকে ধরতে হবে।

পুনরায় দ্বিতীয় খলিফার যুগে 'রঙ্গিলা রসুল' নামে একটি অবৈধ গ্রন্থ রচণা করা হয়। আর 'বর্তমান' নামে একটি দৈনিক পত্রিকাও একটি অনর্থক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন যার কারণে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এক উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। চারিদিকে মুসলমানদের মধ্যে সেই সময়ে এক উত্তেজনা ও প্রতিক্রিয়া ছিল। এই কারণে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দ্বিতীয় খলিফা মুসলমানদের উদ্দেশ্যে করে বলেন,

'হে আমার ভায়েরা আমি ব্যথিত হৃদয়ে পুনরায় আপনাদেরকে বলছি যে, সেই ব্যক্তি সাহসী নয় যে লড়াই করে। সেই ভীরু কারণ সে নিজের মনের কাছে হেরে গেছে'

(এটি ঐ হাদীস অনুযায়ী যে ক্রোধকে সংবরণ করে সেই প্রকৃত সাহসী তিনি আরও বলেন যে) সাহসী সেই ব্যক্তি যে এক স্থির সিদ্ধান্ত নেয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তা পূর্ণ করতে পারে না তা হতে পশ্চাৎপদ হয় না। তিনি (রাঃ) আরও বলেন, ইসলামের উন্নতির জন্য তিনটি বিষয়ে প্রতিজ্ঞা কর। প্রথম কথা এই যে, খোদাভীতির সহিত কর্ম করবে এবং ধর্মকে উদাসীনতার দৃষ্টিতে দেখবে না। প্রথমে নিজের কর্ম ঠিক করবে, দ্বিতীয়তঃ ইসলাম প্রচারে পূর্ণ আত্ম নিয়োগ করবে যাতে পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ ইসলামের শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়। মহানবী (সাঃ) এর সৌন্দর্য চারিত্রিক গুণাবলী ও আদর্শ সম্পর্কে যেন মানুষ অবগত হয়। তৃতীয়তঃ অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুসলমানদের বাঁচানোর চেষ্টা করবে।

(আনোয়ারুল উলুম, ৯ম খণ্ড, পৃঃ-৫৫৫-৫৫৬)

এখন এটা প্রত্যেক মুসলমান, সাধারণ মানুষও নেতাদের দ্বায়িত্ব। দেখুন মুসলমান রাষ্ট্রগুলি যারা নিজেদেরকে স্বাধীন মনে করে। স্বাধীন হওয়া সত্বেও তারা সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক দাসত্বের করালগ্রাসে নিপতিত এই পাশ্চাত্য জাতিগুলির অনুগ্রহ যা তারা লাভ করছে। নিজেরা কিছুই করে না। আমরা বেশির ভাগই তাদের উপর নির্ভরশীল। এই কারণেই তারা কখনও কখনও মুসলমানদের আবেগের সহিত খেলা করে। তৎসঙ্গে তিনি (রাঃ) সীরাতুন্নবী জলসাও আরম্ভ করান । এটাই ছিল প্রতিক্রিয়া জানানোর উত্তম পদ্ধতি, ভাঙচুর করা নয়। ঐ কথা যা তিনি (রাঃ) মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন সব চাইতে বেশি দায়িত্ব আহমদীদের। এই দেশের কিছু ভুল বিশ্বাস অজ্ঞাতসারে আমাদের কিছু বংশের মধ্যে প্রবেশ করেছে। আমি আহমদীদেরকে বলছি যে এ কথা আপনাদের উদ্দেশ্যেও ছিল।

তাদের সংস্কৃতির ভাল দিকগুলি অবশ্যই গ্রহণ করুন। কিন্তু যে দিকগুলি ভুল তা হতে দূরে থাকা অবশ্যক। আমাদের প্রতিক্রিয়া যা ভাঙচুরের পরিবর্তে এমন হওয়া দরকার যে, আমরা আমাদের কর্ম পদ্ধতিকে পুনর্বিবেচনা করি, যে আমদের নিজস্ব কর্ম কি? আমাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় কতটা তাঁর (আল্লাহর) ইবাদতের প্রতি আমাদের মনোনিবেশ কতটা । ধর্মীয় বিধিনিষেধের প্রতি কতটা গভীরতা আছে। আল্লাহর পয়গাম পৌঁছানোর ব্যাপারে কতখানি মনোযোগ আছে।

আবার দেখুন চতুর্থ খলিফার সময়ে যখন রুশদি কুৎসা ভরা পুস্তক লিখেছিলেন তখন চতুর্থ খলিফাও তার উপর খোতবা প্রদান করেছিলেন এবং পুস্তকও লিখেছিলেন। যেমন আমি বলেছি যে, এমনই হৈচৈ হতেই থাকে। গত বৎসরের প্রারম্ভেই ক্রমশই একটি প্রবন্ধ মহানবী (সাঃ) এর জীবনী প্রসঙ্গে এসেছিল সেই সময়ে আমি জামাতকেও জামাতীয় বিভাগ গুলিকে অবগত করিয়েছিলাম। যে আপনারা প্রবন্ধ পত্র লিখুন, সম্পর্ক প্রসারিত করুন, মহানবী (সাঃ) এর জীবনের সৌন্দর্য, গুণাবলীও আদর্শ বর্ণনা করুন। এটা তো মহানবী (সাঃ) এর পবিত্র জীবনের সুন্দর দিকগুলি তুলে ধরার সময়, এটা ভাঙচুরের দ্বারা মত প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই জন্য বিশ্বের প্রতিটি দেশের প্রতিটি গোত্রের আহমদীরা যদি অআহমদী সুশিক্ষিত বুদ্ধিমান মুসলমানদেরকেও অংশ নিতে আগ্রহী করেন যে আপনারাও শান্তি পূর্ণ পদ্ধতিতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করুন। পারস্পরিক সম্পর্ক বাড়ান এবং লিখুন। তবেই প্রত্যেকটি শ্রেণীতে আমাদের প্রবেশ অবাধ হবে তারপর তারা যা কিছু করবে তাদের মামলা আল্লাহর সহিত হবে।

আল্লাহতা'লা মহানবী (সাঃ) কে বিশ্ব জগতে রহমত করে পাঠিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন-

(ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রহমাতাল্লিল আলামিন)

(সূরা আম্বিয়া : ১০৮)

যে আমি তোমাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। তার (সাঃ) মত বড় মর্যাদাবান দয়া প্রদর্শনকারী ব্যক্তির, ইতি পূর্বে কখনও জন্ম হয়নি, আর পরবর্তীতেও জন্ম হবে না। হ্যাঁ তাঁর (সাঃ) জীবন চরিত চির দিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে। প্রত্যেক মুসলমানকে তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টা করা দরকার। এর জন্য সব চাইতে বড় দ্বায়িত্ব আহমদীদের উপর, অর্থাৎ আমাদের উপর বর্তায়। মহানবী (সাঃ) বিশ্বের জন্য অবশ্যই রহমত স্বরূপ ছিলেন। এবং এরা যে চিত্র প্রকাশ করছে তাতে ভয়ানক অবস্থার বহিঃপ্রকাশ হয়। অতএব আমাদেরকে মহানবী (সাঃ) এর প্রেম ভালবাসা ও রহমতের চারিত্রিক অবস্থা পৃথিবীবাসীকে বলা দরকার । এ কথা পরিষ্কার

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের ব্যবহারিক নমুনার মাধ্যমে আশপাশের মানুষের সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরতে হবে।

(বেলজিয়াম জলসার সমাপনী ভাষণ, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali and family, Jamat Ahmadiyya Sian, (Birhum)

যুগ খলীফার বাণী

"আপনাদের যাবতীয় চিন্তা জাগতিকতাকে ঘিরে যেন না হয়, বরং ধর্মের ক্ষেত্রে উন্নতিই যেন প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়। এর ফলে জাগতিকতা ও ধর্ম, উভয় দিকই লাভ হবে।"

(স্ক্যান্ডেনেভিয়ান জলসায় হুযুর আনোয়ার-এর বিশেষ বার্তা, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)

যে, এই কথাগুলো বলার জন্য মুসলমানদের নিজস্ব রীতিনীতির পরিবর্তন করতে হবে। উগ্রতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মহানবী (সাঃ) সব সময় যুদ্ধ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছেন। যতক্ষণ না মদিনায় এসে তাঁকে (সাঃ) যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হয়েছে। তথাপি সেখানে এই নির্দেশ ছিল যে,

(ওয়া কাতিলু ফি সাবিলিল্লাহিল্লাযিনা ইউকাতিলুনাকুম ওয়ালা তা'দু ইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বুল মু'তাদিন) (সূরা বাকারা : ১৯১)

হে মুসলমানেরা যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং সীমা লঙ্ঘন কোরো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমা লঙ্ঘন কারীদের পছন্দ করেন না।

অথচ মহানবী (সাঃ) নিজের উপর অবতীর্ণ হওয়া বিধানের সব চাইতে বেশি রক্ষাকারী ছিলেন। তাঁর (সাঃ) প্রসঙ্গে এই ধরনের কটুক্তির বহিঃপ্রকাশ চরম অন্যায়।

কার্টুন প্রকাশের বিরুদ্ধে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ব্যবস্থাপনা

অন্যান্য মুসলমানদের আবেগের বহিঃপ্রকাশ এই ছিল যে তারা অবরোধ ডাকছে, ভাঙচুর করছে। কারণ তাদের প্রতিক্রিয়া পদ্ধতি এই ছিল যে, ভাঙচুর হোক অবরোধ হোক। আর এই ঘটনার পর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মাধ্যমে তৎক্ষনাৎ যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার দরকার ছিল তাই হয়েছে। আহমদীয়া জমাতের প্রতিক্রিয়া এই ছিল যে, তারা তৎক্ষনাৎ এর উপর সংবাদ মাধ্যমের সহিত যোগাযোগ করেন। আর এই কথাটি আজকের নয়, ২০০৬ সনের ফেব্রুয়ারীতে এই ঘটনা হয়েছে। এই ঘটনাটি ছিল গত বৎসরের সেপ্টেম্বরে এই ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময় আমরা কি করেছিলাম। যেমন আমি বলেছি সে সেপ্টেম্বরের গণ্ডগোল হোক বা অক্টোবরের প্রারম্ভেই হোক । আমাদের মোবাল্লেগ সেই সময় তৎক্ষনাৎ একটি প্রবন্ধ তৈরী করেন এবং যে সংবাদ পত্রে কার্টুন প্রকাশিত হয়েছিল তাকে পাঠিয়ে দেন এবং এই ফটো প্রকাশের প্রতিবাদ জানান। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর শিক্ষা প্রসঙ্গে বলেন যে আমাদের প্রতিবাদ এইরূপ যে আমরা মিছিল বের করব না, কিন্তু কলমের জেহাদ অবশ্যই আপনাদের সহিত করব। আর ছবি প্রকাশের উপর অনুশোচনা ব্যক্ত করে তাকে বলেন যে, ব্যক্তি স্বাধীনতা অবশ্যই থাকবে তার অর্থ এই নয় যে অন্যের উপর অত্যাচার কর ও তাদের দুঃখ দাও । যাইহোক এর উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। একটি প্রবন্ধ ছিল, যা সংবাদ পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। ডেনিস জনতার দ্বারা যার খুব ভাল প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়। কাল তারা আমাদের মিশনের ফোনে ও পত্রের মাধ্যমে খবর পাঠান যে এই প্রবন্ধ তাদের খুবই ভাল লেগেছে। এর পর জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সভাপতির মাধ্যমে একটি মিটিং এ যোগ দানের আমন্ত্রণ ও পাওয়া যায়। সেখানে তারা যান এবং তাদের অবগত করেন বলেন যে, ঠিক আছে আইন আপনাদের বাক স্বাধীনতার অনুমতি দিয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে অন্য ধর্মের পথ প্রদর্শকদের এবং সম্মানীয় ব্যক্তিত্বদেরকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখেন এবং তাদের অপমান করেন আর এখানে যে মুসলমান ও খৃষ্টান এই সমাজে একত্রে বসবাস করছেন তাদের আবেগের প্রতি দৃষ্টি রাখা ও একান্ত জরুরি। কারণ তা ভিন্ন শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। তারপর তাদেরকে বলা হয় যে মহানবী (সাঃ) এর শিক্ষা ও তাঁর (সাঃ) এর জীবনী কত সুন্দর, এবং তিনি (সাঃ) কত উচ্চ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আর মানবের প্রতি কত দয়া পরবশ ছিলেন। আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি মহানবী (সাঃ) এর সহানুভূতি ও দয়ার্দ্রতা কিরূপ ছিল তার কয়েকটি ঘটনা যখন তাদের বলা হয় তারপর জিজ্ঞাসা করা হয় যে, বলুন এমন শিক্ষাদান কারী ব্যক্তি ও কর্ম করা ব্যক্তি প্রসঙ্গে এমন ছবি তৈরী কি সমীচিন? যখন আমার মিশনারীর (মুবাল্লিগ) দ্বারা এই কথা ব্যক্ত হয় তখন তারা খুবই পছন্দ করেন ও প্রশংসাও করেন। তাদের মধ্যে এক কার্টুনিস্ট প্রকাশ্যে এই ঘোষণা দেন যে, যদি এই ধরনের মিটিং ইতিপূর্বে কখনও হত তাহলে এই ধরনের কার্টুন তিনি কখনই বার করতেন না। এখন তিনি জানতে পারলেন যে ইসলামের শিক্ষা কি ছিল। আর সকলেই এ কথা প্রকাশ করে যে হ্যাঁ পারস্পুরক আলাপ অলোচনার ধারা অব্যাহত থাকার দরকার আছে।

(ক্রমশ:....)

M.Sc. Physics+ B.Ed. শিক্ষক চাই

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান-এর অধীনে নাযারত তালিম একটি শূন্যপদে নিয়োগোর জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে। নিম্নোলিখিত বিবরণ অনুযায়ী ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে-

১) ইউজিসি অনুমোদিত যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এড, এম.এস.সি ফিজিক্স-এ পঞ্চাশ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে।

২) কোন উচ্চমাধ্যমিক ক্লাসে অন্ততপক্ষে দুই বছর পদার্থবিদ্যায় শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৩) প্রত্যাশীর বয়স ২২ থেকে ৩৭ বছরের মধ্যে হতে হবে।

৪)কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ কমিটি দ্বারা আয়োজিত লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই প্রত্যাশীকে নির্বাচন করা হবে।

৫) লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে।

৬) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে।

৬) প্রত্যাশী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

৭) বদর পত্রিকায় ঘোষণার দুই মাস পর পরীক্ষার দিনক্ষণ জানিয়ে দেওয়া হবে।

৮) উপরোক্ত পদের জন্য নাযারত দিওয়ান থেকে ফর্ম সংগ্রহ করুন।

৯) আবেদন পত্র পূর্ণ হওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী সব কিছু ক্রিয়ান্বিত হবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য অফিসে কাজের দিনগুলিতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। (সময়: সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা)

ই-মেল: diwan@qadian.in

Office: 01872-501130, 9646351280

কাদিয়ানের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুস সানাত-এ এয়ারকান্ডিশন -এর একজন প্রশিক্ষক চাই।

দারুস সানাত-এ এয়ারকান্ডিশন -এর কাজের প্রশিক্ষক হিসেবে প্রথম শ্রেণীর স্থায়ী পদে একজন কর্মী নিয়োগ করা হবে। দারুস সানাআত বিভাগে সারা ভারত থেকে আসা ছাত্রদেরকে এয়ার কান্ডিশনের কাজ হাতেকলমে শেখানো তাঁর দায়িত্ব হবে। প্রত্যাশীকে অফিস কাজের সময় ছাড়াও অন্যান্য সময়ে প্রয়োজন অনুসারে কাজে ডাকা হতে পারে। অভিজ্ঞ প্রত্যাশীকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

*প্রত্যাশীর শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে মাধ্যমিক পাস হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগে নিদেনপক্ষে ITI/ NSIC বা তার সমতূল্য ডিপ্লোমা থাকতে হবে। * জন্ম-তারিখের জন্য স্বীকৃত শংসাপত্রের ফটোকপি দেওয়া আবশ্যক। * প্রত্যাশীকে তত্ত্ববিদ্যা শেখানোর পাশাপাশি হাতেকলমে কাজ করে দেখানোর ক্ষেত্রে পারদর্শী হতে হবে। * কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ কমিটি দ্বারা আয়োজিত লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই প্রত্যাশীকে নির্বাচন করা হবে। * লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। *প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। *প্রত্যাশী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।* প্রত্যাশীকে নাযারত দিওয়ানের পক্ষ থেকে দেওয়া নির্দিষ্ট ফর্ম, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, সরকারি জন্ম-শংসাপত্র, আধার কার্ড এবং জামাতের আই.এন.ডি কার্ড-এর ফটোকপি অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে। * উপরোক্ত পদের জন্য নাযারত দিওয়ান থেকে ফর্ম সংগ্রহ করুন। এই ঘোষণার তিন মাসের মধ্যে যে আবেদনগুলি আসবে সেগুলিই গণ্য করা হবে। * ইচ্ছুক ব্যক্তিরা নিজেদের আবেদনপত্র জামাতের সদর/মুবাল্লিগ ইনচার্জ/জেলা আমীরের প্রত্যায়িত স্বাক্ষর ও মোহর সহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। * ইন্টারভিউ-এর সময় আসল সনদ গুলি সঙ্গে আনতে হবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য অফিসে কাজের দিনগুলিতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। (সময়: সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা)

ই-মেল: diwan@qadian.in

Office: 01872-501130, 9646351280

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 9 April , 2020 Issue No.15

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

২ পাতার পর...

এমন-ই সন্ধি হয়েছিল। মদীনার বাহিরে অবস্থানকারী একটি বিশাল সেনা বাহিনী ও মদীনার ভিতর থেকে বনু কোরাইজার বিশ্বাসঘাতকতা বাহ্যত যুদ্ধের ছক সম্পূর্ণরূপে কাফেরদের অনুকূলে নিয়ে গিয়েছিল এবং দুর্বল ঈমানের লোকজন ও মুনাফেক (কপট) রা প্রকাশ্যে বলতে লাগল যে, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতিশ্রুতি ভুল সাব্যস্ত হয়েছে। অন্যদিকে পরিপূর্ণ মোমেনগণ (বিশ্বাসি) আল্লাহতা'লার উপর আস্থা রেখেছিলেন এবং জানতেন অবস্থা যতই খারাপ হোক না কেন এটা অমোঘ সিদ্ধান্ত যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল অবশ্যই জয়যুক্ত হবেন এবং শত্রুরা বিফল মনোরথ হবেন। সুতরাং যেমন যেমন বাহ্যিক আশা আকাঙ্খা শেষ হতে চলেছিল খোদাতা'লার উপর তাদের ঈমান আরো দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছিল।

শত্রুপক্ষ পূর্ণশক্তি সহকারে আক্রমণ করার চেষ্টায় দিনরাত নিয়োজিত ছিল। কিন্তু ছোট ছোট আক্রমণ ব্যতীত যাতে কিছু প্রাণহানীও হয়েছে, তাদের দ্বারা বড় আক্রমণ সম্ভব হয়নি। দিন এমনি ভাবে কাটতে লাগল এবং যৌথ বাহিনির উৎসাহ শেষ হয়ে যাচ্ছিল । এই সৈন্যদল যেহেতু বিভিন্ন গোত্রের একটি সম্মিলিতরূপ ছিল এবং মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতা ভিন্ন পারস্পরিক ভালবাসার অন্য কোন কারণ তাদের মধ্যে ছিল না। যেমন যেমন দিন অতিবাহিত হতে লাগল পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে থাকল এবং অবশেষে সৈন্যদলে সুস্পষ্ট মতভেদ দেখা দিল। এবং ঠিক সেই রাতে এই অবিশ্বাস যখন চরমে পৌঁছে গিয়েছিল খোদাতা'লার পক্ষ থেকে অত্যন্ত প্রচণ্ড এক ঘূর্ণি ঝড় বইতে থাকল যার দ্বারা কাফেরদের ছাউনিতে অস্থিরতা আরম্ভ হয়ে গেল। ঘূর্ণি ঝড়ের ফলে তাঁবু ফেটে গেল। তাঁবুর বেড়া ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। বালি, মাটি ও কাঁকর মিলে যেন বৃষ্টির মত কাফেরদের সৈন্যদলকে বিপর্যস্ত করে দিল। ঐ সমস্ত অগ্নিকুণ্ডও নিভে গেল যা সৈন্যদলের শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্ন হিসাবে প্রজ্বলিত করা হয়েছিল। ঐ সমস্ত লোকেদের যাদের অন্তরে প্রথম থেকে একে অপরের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়েছিল তারা ভীষণভাবে ভীত সন্ত্রস্ত হল এবং সেই সৈন্যদল যারা মদীনাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছিল, সকাল হওয়ার পূর্বে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ময়দান ছেড়ে চলে পালিয়ে গেল।

আমি গ্রামে গঞ্জে সত্য ধর্মের অনুসন্ধান করতে করতে অবশেষে ইসলামে অন্তর্ভূক্ত হলাম। প্রতিটি সুখ স্বাচ্ছন্দে হুজুরের সমক্ষে থাকতাম এবং যতদূর সম্ভব তাঁর কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভ করতাম। এই সময় যা আমি আমার প্রিয় মালিকের সান্নিধ্যে কাটিয়েছি, সেটা আমার জীবনের বড় প্রাপ্তি ও সম্পদ ছিল। কিন্তু আমার এই ধারণাই ছিল না, একদিন আমার জীবদ্দশায় প্রিয় নবী (সাঃ) এর বিচ্ছিন্নতার দিন দেখতে হবে। মক্কা বিজয়, ধর্ম (ইসলাম) পূর্ণতা লাভ করল। লোকেরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে লাগল এবং অতঃপর একদিন অকস্মাৎ আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) বিদায় গ্রহণ করে নিজ সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর নিকট হাজির হয়ে গেলেন। পৃথিবী যেন আমার নিকট অন্ধকার হয়ে গেল। অন্যান্য সাহাবাদের ন্যায় আমিও গভীর শোকে বিহ্বল হয়ে গেলাম এবং এক মুহূর্তের জন্য এই রকম মনে হল যেন সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু পরমুহূর্তে আল্লাহতা'লা খেলাফতে রাশেদার মাধ্যমে আমাদের ভয় ভীতিকে শান্তিতে রূপান্তরিত করে দিল এবং ইসলাম উন্নতি করতে লাগল। কিন্তু মদিনায় আমার প্রেমাস্পদের স্মরণে এত কষ্ট পেতাম যে, মন ব্যাকুল হয়ে উঠত। পরবর্তীতে যখন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর যুগে ইরাকে বসবাস করার সুযোগ পেলাম, আমি ইরাকে বসবাস গ্রহণ করলাম যাতে করে আমি একদিকে বিভিন্ন অভিযানে অন্যান্য মুসলমানদের সাথে অন্তর্ভূক্ত হতে পারি এবং অন্যদিকে সেখানে নও মুসলিমদের শিক্ষা দীক্ষার কাজ করতে পারব। ইরাক ও ইরানের যুদ্ধাভিযানে আমার অংশ গ্রহণ ইসলামি সৈন্যদলের জন্য এইদিক দিয়ে উপযুক্ত ছিল, আমার ঐ সব অঞ্চল সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান ছিল এবং ফারসি ভাষা জানার কারণে নিজ দেশবাসীকে ইসলামের প্রকৃত বার্তা পৌঁছে দিতে পারতাম।

অতএব আমার এই অভ্যাস ছিল যে, যখন কোন অঞ্চলে অগ্রসর হতাম তখন প্রথমে সেই অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে ইসলামের সাধারণ শিক্ষা জ্ঞাত করাতাম। যাতে করে তারা আমাকে শত্রুতা ছেড়ে বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে পারে। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) ঐ সমস্ত অভিযানে আমাকে ইসলামি সৈন্যদলের দায়ী (আহ্বানকারী) ও 'রায়েদ' (বাহাদুর) পদ দানে ভূষিত করেন। দায়ী পদমর্যাদানুসারে আমার কাজ ছিল কাফেরদের কাছে ইসলামের শিক্ষা পৌঁছান এবং 'রায়েদ' পদ মর্যাদা অনুসারে সৈন্যদল ও জানোয়ারদের মধ্যে খাদ্য সরবরাহ করতাম। এবং সাধারনত আমি প্রথম শ্রেণীর সৈন্যদলে অন্তর্ভূক্ত থাকতাম। যুদ্ধ 'বোয়েব' ছিল, যেখানে আমরা ইরানি সৈন্যদলের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বেরিয়ে ছিলাম। প্রচন্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পর অবশেষে ইরানি সৈন্যদল পরাজিত হয় এবং আল্লাহতা'লা আমাদিগকে বিজয় দান করলেন। এরপর ১৪ হিজরিতে আমি কাদেসিয়া যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার তৌফিক লাভ করি। যেখানে মুসলমানদের ৩০হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে ইরানিদের এক লাখ কুড়ি হাজার সৈন্য ছিল। হযরত সাদ বিন আবি ওকাস (রাঃ) এই যুদ্ধে মুসলমানদের সেনাপতি ছিলেন। মুসলমানদের সংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহতা'লা তাদের একটি বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন এবং ইরানের মত মহা শক্তি সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয় এবং মুসলমান সৈন্যদল বিভিন্ন অঞ্চল জয় করতে করতে অবশেষে ইরানী রাজধানী মাদায়েনের নিকট পৌঁছাল এবং ১৬ হিজরিতে ইরানের রাজধানী মাদায়েন জয় করল। আমরা আল্লাহতা'লার এই অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি । মাদায়েন বিজয়ের এক বছর অবধি এই শহর ইরাকের প্রাদেশিক রাজধানী ছিল। কিন্তু এখানকার জলবায়ু আরব যোদ্ধাদের জন্য বেশি উপযোগী ছিল না এবং তারা দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল, এই জন্য হযরত ওমর (রাঃ) এর নির্দেশে আমি ও হুযায়ফা বিন ইমান এমন এক স্থানের সন্ধানে বাহির হলাম, যেখানকার জলবায়ু উপযুক্ত হবে আর পশুদের জন্য পর্যাপ্ত পশুখাদ্য মজুত থাকবে। সুতরাং আমরা উভয়ে যথেষ্ট প্রচেষ্টা ও অনুসন্ধান করার পর একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করলাম এবং সেখানে ইসলামি সৈন্যদলের বসবাসের জন্য একটি নতুন শহর আবাদ করা হল যার নাম রাখা হল 'কুফা'।

আমি নিজ যোগ্যতানুসারে এবং আল্লাহতা'লা প্রদত্ত সামর্থ্যানুযায়ী কর্ম সম্পাদন করছিলাম এবং স্বীয় কাজে সন্তুষ্ট ছিলাম যে, যুগ খলিফার পক্ষ থেকে এক বড় দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে মাদায়েনের গভর্নর নিযুক্ত করলেন। যদিও এটা অনেক বড় কাজ ছিল। কিন্তু শুধু আল্লাহতা'লার অনুগ্রহে আমি এই দায়িত্ব অতি সুচারুরূপে সম্পাদন করতে সমর্থ হয়েছিলাম। আমার প্রচেষ্টা এই ছিল, ঐ সেবার বিনিময়ে যা কিছু বেতন পাব, সেটা খোদাতা'লার রাস্তায় খরচ করে দিব এবং নিজ হাতে পরিশ্রম করে জীবিকা উপার্জ্জন করব। সুতরাং আমি গভর্নর হওয়া সত্ত্বেও বস্তা তৈরী করে বিক্রি করতাম ও এই উপার্জ্জিত অর্থে নিজের জীবিকা নির্বাহ করতাম। হযরত ওমর (রাঃ) যখন এই সম্বন্ধে অবগত হলেন, তখন তিনি সহানুভূতির খাতিরে আদেশ দিয়ে এই কাজ বন্ধ করে দিলেন। (ক্রমশ.....)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা নিজেদের মনকে সরল করিয়া এবং জিহ্বা চক্ষু ও কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

যুগ খলীফার বাণী

"দোয়া, সদকা ও দানের মাধ্যমে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ এমন এক প্রমানিত সত্য, যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী দ্বারা স্বীকৃত।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir